পরিণয়-সংস্কার।

৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীটস্থ

শ্রীমোহিনী মোহন মজুমদার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

"যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
যন্নবালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিবতদ্ গৃহম্।

অর্থাৎ পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, সে গৃহ শ্মশান সমান।"

কলিকাতা।

৪নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ

মিলন-যন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল।

বিজ্ঞাপন।
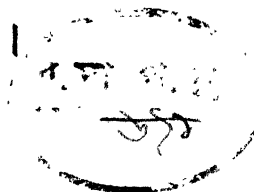
পরিণয় সম্বন্ধে আজকাল অনেকে অনেক প্রকার মত প্রচারিত করিতেছেন। আমিও সে বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। পরিণয় সংস্কার ঐশ্বরিক বিধি এবং সমাজের অত্যন্ত কল্যাণকর বলিয়া আমার মনে হয়। সেই মত স্থাপন করিবার জন্য সুবিজ্ঞ মহোদয়গণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার কথঞ্চিৎ সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে এই গ্রন্থে প্রযাস পাইয়াছি মাত্র। কতদূব কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না। তবে আমার ক্ষমতানুসারে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। শিক্ষিত সমাজ ভিন্ন কেহ বিবাহের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোধ হয় কখনও কোন চিন্তা করেন না। তাঁহাদের মনে এই চিন্তার উদয় করিবা দেওয়ার চেষ্টা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিণয় সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি কথা বলিবাব আছে। যদি আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট সমাদৃত হয়, তবে ২য় ভাগে তাহার প্রস্তাবনা করিব। পরিণয সম্ভূত কর্ত্তব্যমালায় সমাজ গ্রথিত, সেই কর্ত্তব্যগুলিও বিবৃত করা আমার অভিপ্রায।

পাঠক মহোদয়গণের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা যে, যদি কোন স্থানে অশ্লীলতার আভাস পান, আমাকে ক্ষমা কবিবেন। কেননা এরূপ প্রস্তাবে তাহা অপরিহার্য্য।

দুরদেশে থাকা নিবন্ধন প্রুফসিট দেখিতে না পাবায় পুস্তকের অনেক স্থানে ভুল ও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিবাছে।

সহৃদয় পাঠকগণ একবার অশুদ্ধি সংশোধন পত্রটী দেখিয়া পুস্তকখানি পাঠ করেন, ইহাও আমার একান্ত অনুরোধ।

গ্রন্থকার।

অশুদ্ধি সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১১	১২	কল্পিত	কল্পিত,
১২	১৪	প্রতীকার	প্রতীকার,
১৩	৪	হইতে নিবৃত্তি করা	প্রশ্রয় দেওয়া
১৫	১৩	করিয়াই	করিয়া,
১৭	১০	গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে	গ্রহণও নিষিদ্ধ
২১	২২	নীতিবিরুদ্ধ	নীতিবিরুদ্ধ নহে
২৫	২১	স্বেচ্ছার	স্বেচ্ছাচাব
৩৩	৭	সংস্কার	সংসার
৩৭	১৭	ও ক্ষণস্থায়ী	ও পরিণয় ক্ষণস্থায়ী
৪৩	২৩	কোণ	কোন্
৪৮	৯	সঞ্চল	সচঞ্চল
৪৯	২০	পবিবারস্থ সুখে	পরিবারস্থ সকলেব সুখে
৫০	৯	দুঃখ	দুঃখে
৫১	২১	কবিবে	করিবেন
৫১	২৩	অপরিমিভ	অপরিমিত
৫৭	২০	সমাজ	সমাজে
৬৩	১৬	বাদ্ধক্য	বার্দ্ধক্য
৬৩	২২	অপরিহায্য	অপরিহার্য্য
৬৫	১৯	তাহা	তাহার
৬৬	৮	ঘালকেব	বালক
৬৬	২২	সম্বন্ধে	সম্বন্ধ
৬৭	১৮	তা	তাহা
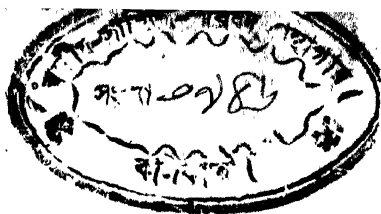
পরিণয় সংস্কার।

প্রথম প্রস্তাব।

সাংসারিক মনুষ্য-জীবনে পরিণয় সংস্কার প্রধান ঘটনা। এই সংস্কারের উপর স্ত্রী-পুরুষের সুখদুঃখ স্থাপিত। মানব-জাতিকে নরনারীতে বিভক্ত করিয়া জগৎপাতা বিবাহ সংস্কারের সূত্রপাত করিয়া রাখিয়াছেন। পবিত্র প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, পুরুষ গৃহী—স্ত্রী গৃহলক্ষ্মী। পরিণয় সমাজের ভিত্তিভূমি, উন্নতির প্রকোষ্ঠ, ধর্ম্মের সোপান।

স্বাধীন প্রণয় জগৎকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে মনুষ্যকে সামাজিক জীব করিয়া সৃজন করিতেন না। পশু ও মনুষ্যে প্রভেদ রাখিতেন না। বুদ্ধি বিবেচনার শক্তি দিয়া মনুষ্যকে রচনা করিতেন না। মনুষ্য তাঁহার সৃষ্টির প্রধান কার্য্য। ইহাদিগকে নানাগুণে ভূষিত করিয়া ও উন্নতিশীল করিয়া বিশ্বরাজ্যে আবির্ভূত করিয়াছেন। সেই সকল গুণ ক্রমশঃ উদ্‌ভাসিত হইয়া উন্নতির পথে ধাবিত হইবে, মনুষ্য সৃজনে

এই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি স্ত্রী-পুরুষে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ না হইয়া, স্বেচ্ছাচার করিত; তাহা হইলে উন্নতির পথে একেবারে কণ্টক দেওয়া হইত—বিশ্ব-রচয়িতার এই মহান্ উদ্দেশ্য কোথায় থাকিত। মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক সুখের মূলোচ্ছেদ হইত, মন উদাসিনভাবে পরিপূর্ণ হইত। পাশবিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রী-পুরুষে ক্ষণিক অপবিত্র প্রণয়ে আকৃষ্ট হইত। সন্তানসন্ততির কষ্টের শেষ থাকিত না। বিবাহ জগৎকর্ত্তার অভিপ্রেত—মনুষ্য জীবনের গুরুতর ঘটনা—তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিবাহপ্রণালী হইতে সমাজ সংগঠিত। সমাজ হইতে সভ্যতার বিকাশ। স্ত্রী-জাতিই সকল উৎসাহের উৎস, সাংসারিক ধর্ম্মকর্ম্মের মূল, সকল সুখের আকর এবং পুরুষের নীরস জীবনের একমাত্র শক্তিস্বরূপা রসসঞ্চারিণী। কিন্তু যদি স্ত্রী-জাতি স্বেচ্ছাচারিণী বারনারী হইত, পবিত্র প্রণয়ে পুরুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ না করিত, তাহা হইলে সমাজ বন্ধনের সুখময় ফল ফলিত না।

নারী জগৎস্রষ্টার বিশ্বরূপী নন্দনকাননের পারিজাত ফুল,—বড় আদরের, বড় যত্নের ধন। তাহার নৈসর্গিক শোভায়—নির্ম্মল সৌরভে মনপ্রাণ আমোদিত করিবে—মনে সাধুভাবের আবির্ভাব করিবে। কিন্তু যদি সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুসুমগুলি পরিণয়সূত্রে গ্রথিত না হইত—তাহাদের সে শোভা—সে সৌরভ কোথায় থাকিত। বনফুলের ন্যায় পশুপদ-দলিত কলঙ্কিত কলেবরে ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইত। ঘৃণিত হইয়া দূরে পতিত থাকিত।

পরিণয়-সংস্কার অভাবে উন্নতিশীল নর-নারীর কি দশা

হইত? পুরুষের তত ক্ষতি হইত না বটে। কিন্তু স্ত্রীজাতির মলিনতার অবধি থাকিত না। স্ত্রীর পবিত্র প্রণয়-সম্ভূত সহানুভূতি বিহনে পুরুষ-জীবন নিরস, নিস্তেজ ও নিরুদ্যম হইত বটে, কিন্তু স্ত্রী-জাতি নিরাশ্রয় স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া যে কতদূর নীচতা প্রাপ্ত হইত, তাহা বারনারীর জীবনের প্রতি কটাক্ষ করিলেই জানিতে পারা যায়। প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ অত্যন্ত ঘৃণিত হইয়া—অবশেষে অস্পর্শনীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হইত। সমাজ বন্ধনের আশা ভরসা একেবারে তিরোহিত হইত। পারিবারিক সুখ মনুষ্য-জীবনের প্রধান আকর্ষণ—তাহার চিহ্নমাত্র থাকিত না। ধন মান প্রাণের তত যত্ন থাকিত না।

উদ্বাহসূত্র হইতে পরিবার রচিত, পরিবার হইতে সমাজ গঠিত, সমাজ হইতে রাজ্য স্থাপিত, রাজ্য হইতে শাসন-প্রণালীর উদ্ভব, শাসনপ্রণালী হইতে উন্নতির ও সভ্যতার সোপান প্রতিষ্ঠিত। দাম্পত্যপ্রণয় হইতে অপত্যস্নেহ, অপত্যস্নেহ পারিবারিক জীবনের ভিত্তিভূমি। বিশ্বরচয়িতাব বিশ্ব-রচনায় উদ্বাহ সংস্কার যে একটী প্রধান উপকরণ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সৃষ্টির প্রারম্ভে জনসংখ্যা অত্যল্প ছিল। স্বাধীন প্রণয় থাকিলেও সে সময়ে থাকিতে পারে। তখন সমাজ গঠনের কেবল সূত্রপাত, স্বাধীন প্রণয় অনিষ্টকর না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিণয়-সংস্কার অধিষ্ঠিত হইয়া বহুকাল হইতে সর্ব্বস্থানে সকল জাতির মধ্যে বিস্তারিত হইয়া আসিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক নিয়মের অনুবর্ত্তী। সুতরাং জগৎস্রষ্টার আদিষ্ট বিধি।

নরনারীকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ভারতে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন না করিলে পিতৃপুরুষ নরকগামী হইবেন, গ্রীসে নরনারী বিবাহ না করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতেন, এবং রোমে অবিবাহিত থাকিলে পৈতৃক ধন-সম্পত্তির অর্দ্ধেক মাত্র পাইতেন। পুরাকালে এই তিন রাজ্যই সভ্যতার উচ্চতম সোপানে দণ্ডায়মান হইয়াছিল এবং এই তিন স্থানেই বিবাহপ্রণালী বিস্তারিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

অনূঢ়ে ব্যভিচার।
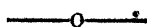
পূর্ব্ব প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে, পরিণয় মনুষ্যের জাতিগত সংস্কার। জগৎস্রষ্টা মানবজাতিকে নরনারীতে বিভক্ত করিয়া পরিণয় সংস্কারের বীজ বপন করিয়াছেন। এক স্ত্রী ও এক পুরুষ আজীবন আবদ্ধ রাখা তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য পরিণয়-সংস্কার ব্যতিরেকে সুসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব; সুতরাং ইহার প্রতিরোধী নরনারীর মিলন তাঁহার বিধানের অননুমোদিত; স্বেচ্ছাচার সংসর্গ সেই জন্য বিষাদ-সঙ্কুল—অনূঢ়ে ব্যভিচার সেই জন্য বর্জ্জনীয়।

পরিণয়-সংস্কারাভাবে অনূঢ়ে ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রী-পুরুষ স্বেচ্ছাচারে রত—স্নেহসম্ভূত পবিত্র প্রণয় একেবারে

বিলোপিত। পরিণয় জনিত সুধাময় ফল মানব জীবনে আকাশ কুসুম সদৃশ হইত। স্বেচ্ছাচার মিলন সামাজিক নীতি অনু-মোদিত হইলে পরিণয়সূত্রে কেহ আবদ্ধ হইতে চাহিত না। পরিণয়াকাঙ্ক্ষা মানব হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইত। নরনারীর জাতিগত সম্মিলন স্পৃহা অন্য প্রকারে সহজ উপায়ে পরিপূরিত হইলে পুরুষেও কথনই পরিণয়-সম্ভূত গুরুভার গ্রহণে অগ্রসর হইত না। সুলভ মূল্যে রিপু চরিতার্থ করিতে পারিলে, ব্যয়-সাধ্য অধীনতাপূর্ণ চিন্তাসঙ্কুল পরিণীত জীবনের জন্য অগ্রাতি-শয় প্রকাশ করিত না। লম্পটের করকবলিত হইয়া নারীজাতি একেবারে অধঃপতিতা হইত। অবশেষে পথের ভিখারিণী হইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিত। পরমাঙ্গনা কুৎসিতা বারাঙ্গনায় পরিণত হইতেন।

নরনারীর সম্মিলন জাতিগত স্বাভাবিক স্পৃহা। তাহা একবারে প্রশমিত করা সহজ সাধ্য নহে। অনেক সংসারত্যাগী সাধুরও এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিতে ক্রমান্বয়ে কষ্টসাধ্য উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। অনূঢ়াবস্থায় নরনারী যে এই স্বাভাবিকস্পৃহা একেবারে প্রশমিত করিবে তাহা স্বভাব বিরুদ্ধ। সকলেই যে সংসার ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে—গাত্রে ভস্মবিলেপন করিয়া, পৃষ্টে ব্যাঘ্র চর্ম্ম দোলাইয়া, করে কম-ণ্ডলু লইয়া-যৌবনে যোগী বা যোগিনী সাজিবে; ঈশ্বর প্রদত্ত সাংসারিক জীবন আবার তাঁহার পদে উৎসর্গ করিয়া অরণ্যচারী হইবে; ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব—স্পষ্টতঃ অস্বাভাবিক, বিশ্বকর্ম্মার অনভিপ্রেত। যদি তাঁহার অভিমত হইত-মনুষ্য সৃজনেরই বা কি উদ্দেশ্য ছিল -আবার তাহাদের জাতিবিভাগেরই বা কি প্রয়োজন।

ছিল। অতএব সাংসারিক মানবজীবনে পরিণয় সংস্কার অনি-বার্য্য। তদভাবে অনূঢ়ে স্বেচ্ছার অবশ্যম্ভাবী ফল। স্বেচ্ছা-চারের অনিবার্য্য ফল বেশ্যাবৃত্তি—বেশ্যাবৃত্তির ফল চিরনরক ভোগ—কি মনে, কি শরীরে। এই পৃথিবী রমণীয়তা শূন্য এক সুবৃহৎ অনাথ শালা—একটী সুবিশাল হাঁসপাতাল হইত। চারি দিকে হাহাকার, চারিদিকে শূন্যাকার ঔদাসিন্যভাব বিরাজ করিত। রোগ শোক জরাজীর্ণতা জীবন্তভাব ধারণ করিয়া সংসারকে ভীষণাকারে পরিবর্ত্তিত করিত।

অনূঢ় ব্যভিচারে কুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি নাই। দিন দিন আসক্তির শক্তি বর্দ্ধন হইতে থাকে। স্বেচ্ছাচারের প্রখর কিরণ মানবহৃদয় অনবরত বিদগ্ধ করিতে থাকে—সর্ব্বদা অস্থির করিয়া রাখে। নিত্য নূতন নূতন নরনারীর আসঙ্গলিপ্সা বলবতী হইতে থাকে। তাহার সঙ্গে নানাপ্রকার কুৎসিত সমাজ বিপ্লবকারী কার্য্যের অবতরণ হইতে থাকে। ক্রমে কুমারী হরণ, পরদার গমন, বলাৎকার প্রভৃতি অতীব ঘৃণিত কার্য্যে নীত করে। বুদ্ধি আলোচনা, নীতি আলোচনা এবং ধর্ম্মালো-চনা মানবজীবনের এই ত্রিবিধ সুখ পন্থা কণ্টকাকীর্ণ করিয়া মনুষ্যকে পশুবৎ করিয়া তুলে। অপ্রতিহত ব্যভিচারে শরীরের স্বাস্থ্যভঙ্গ, শারীরিক স্বাস্থ্যাভাবে মনের শান্তিভঙ্গ, মনের শান্তি বিহনে সংসার শ্মশান। মানবজীবনের সুখের উৎস একেবারে অবরুদ্ধ।

স্বেচ্ছাচারিতা যে ঈশ্বরের বিধানপ্রণোদিত নহে, তাহা ভৌতিক জগতে প্রকাশ। স্বেচ্ছাচার উপগমনে নানাবিধ কদর্য্য ও শরীরক্ষয়কারী রোগের উৎপত্তি। সে সকল রোগের

ধারাবাহিকস্থিতি। পরিণীত নরনারীর সহবাসে স্বাস্থ্যের উন্নতি; সুস্থকায় বলিষ্ট, সন্তানের বৃদ্ধি। অতিরিক্ত ব্যভিচারে নারীর গর্ভধারণশক্তির হ্রাস, পুরুষের সন্তানোৎপাদিকা শক্তির এককালীন বিনাশ। কিন্তু পরিণীত দম্পতির সন্তানোৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ বিকাশ।

স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমেচ্ছা স্বভাবসিদ্ধ, অতএব বিশ্বকর্ম্মার অভিপ্রেত—তাহার চরিতার্থ করাও তাঁহার উদ্দেশ্য। এই ইচ্ছা মূলে দূষণীয় নহে। এই ইচ্ছায় সৃষ্টির একটী মহৎ কার্য্য-প্রজাবৃদ্ধি সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু কি নিয়মে তাহা চরিতার্থ করিতে হইবে, তাহাই বিবেচ্য—সেই নিয়মের উৎকর্ষে বা অপকর্ষে নরনারীর আসঙ্গলিপ্সা প্রার্থনীয় বা দূষণীয়। বিশ্বকর্ম্মার ভৌতিক কার্য্যের বন্দোবস্তে সে নিয়মের আবির্ভাব। সেটী পরিণয়ে অর্থাৎ এক স্ত্রীতে এক পুরুষের গমনে সেই নিয়ম সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইতেছে। তাহার বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ ব্যভিচারে ভৌতিক নিয়মের বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং পরিণয়ই ধর্ম্মসঙ্গত পন্থা। পরিণয়ই সামাজিক, নৈতিক ও ভৌতিক জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় সংস্কার।

স্ত্রীপুরুষের পরিণয়ে সম্মিলন সর্ব্ববাদী সম্মত প্রথা। সকল কালে, সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যে সেই সংস্কার অনুমোদিত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্মশাসনে, সমাজশাসনে এবং রাজ শাসনে তাহা সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কি সভ্য কি অসভ্য বন্যজাতি সকলের মধ্যেই ব্যভিচারের অনাদর—পরিণয়ের আদর হইয়া আসিতেছে। শাস্ত্রপ্রণেতা মুনিঋষিরা, এক বাক্যে পরিণীত দম্পতির সম্মাননা করিয়া উচ্চাসন দিতেছেন।

পরিণীতা স্ত্রীকে দেবী বলিয়া অর্চ্চনা করিয়াছেন। অর্দ্ধাঙ্গ সহধর্ম্মিণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এমন কি, পরিণীতা স্ত্রী বিহনে পুরুষের ধর্ম্মকর্ম্মে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। পরম প্রণয়িনী সীতা সতীকে বনচারিণী করিয়া রামচন্দ্রকে স্বর্ণ সীতার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সাধ্বী স্ত্রী গৃহের অচলা লক্ষ্মী—স্বর্গসুখের অবারিত উৎস।

পরিণয়-সংস্কার কোন পদ্ধতি বিশেষ অবলম্বন করিয়া সমারোহে সমাধা করা প্রয়োজন কি না? তাহার প্রয়োজনীয়তা কেহ কেহ অস্বীকার করেন; তাহারা বলেন, কোন আদিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে পরিণীত না হইয়া এক স্ত্রী এক পুরুষে আজীবন সহবাস ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ নহে। কেননা ইহাতে বিশ্বকর্ম্মার মানবমানবী সৃজনের উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধিত হইতে পারে। পাত্র-পাত্রী বিশেষে এরূপ সংযোগ পরিণীত দম্পতির সম্মিলনের সদৃশ্য কার্য্যকারী হইতে পারে। কিন্তু তাহার সাধারণ ফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হয় না। প্রথম দৃষ্টিতে পরিণীতা স্ত্রীপুরুষের—নির্ম্মল সহবাসের ন্যায় পবিত্র বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু ইহার ফল অসম্পূর্ণ—পূর্ণ মঙ্গলময় নহে। সমাজের সমষ্টিভাবে উপকার করিতে পারে না, সুতরাং দূষণীয়—নীতিবিরুদ্ধ। সমষ্টিভাবে যে কার্য্য সমাজের অত্যন্ত হিতকারী তাহা নীতিসঙ্গত প্রার্থনীয়। এরূপ সংঘটন ব্যক্তি বিশেষের সুখকরী হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ সমাজের অপকারী—সুতরাং ইহা বর্জ্জনীয়। তবে উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর। কেননা তাদৃশ সমাজ বিপ্লবকারী নহে। কিন্তু বিবাহ পদ্ধতি বিশোধিত দাম্পত্য প্রণয়ের সদৃশ

দৃঢ়মূল নহে। দৈবক্রমে পাত্রপাত্রী বিশেষে পরস্পরের স্নেহ-মমতা পরিণীতা দম্পতির ন্যায় হইতে পারে। কিন্তু সে প্রণয় ইচ্ছাধীন—সুতরাং বালির বাঁধ—নির্ভরতাভাবের ভিত্তি শূন্য।

এইরূপ সহবাস সমর্থনকারীরা বলেন, বিবাহের পদ্ধতি বিশেষ জগৎকর্ত্তার বিধানগত নহে। স্ত্রী বিশেষে পুরুষ বিশেষের সংযোগ তাঁহার আদিষ্ট বিধি বটে, কিন্তু কোন পদ্ধতি বিশেষ অবলম্বন করার প্রয়োজন নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এই পদ্ধতির পার্থক্য দেখা যায়। ঐশ্বরিক বিধান সর্ব্বকালে/সর্ব্বস্থানে অভেদে বিরাজ করিবে। তাহাতে দেশকালপাত্রের ভেদ নাই। বিশ্বম্ভরের বিশ্ব রচনাকৌশল সর্ব্বত্র একই রূপ। পার্থক্য হেতু বিবাহ পদ্ধতি মনুষ্য কপোল কল্পিত ঐশ্বরিক ব্যবস্থা নহে। নরনারী স্বয়ং অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া আজীবন পতি পত্নিভাবে সহবাস করায় সমাজনীতির বা ধর্ম্ম-নীতির কোন বিপর্য্যয় সংঘটনের সম্ভাবনা নাই। সমারোহ পূর্ব্বক সম্পাদিত পরিণয়-সংস্কারে জগৎকর্ত্তার অভিপ্রায় যে রূপেতে সংসাধিত, ইহাতেও সেইরূপ হইতে পারে। একথাগুলি যুক্তি সঙ্গত নহে। পরিণীত দম্পতি এবং অপরিণীত দম্পতির সম্বন্ধের অনেক তারতম্য। পরিণীত দম্পতি ইচ্ছা করিলেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না, সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটে না—সন্তান সন্ততি নিরাশ্রয় হয় না। অপরিণীত মিলন স্ত্রীপুরুষের স্বেচ্ছা-ধীন—তাহার উপর আইনের শাসন বা সমাজ শাসন নাই—ইচ্ছা করিলে আবার সে প্রণয়সূত্র ছিন্ন করিয়া পরস্পরে পৃথক হইতে পারে। এরূপ ঘটনায় দুর্ব্বল নারীর অবস্থাই অতীব শোচনীয়।

স্বামীর উপর স্ত্রীর পরিণয়জনিত স্বত্বাধিকার থাকে না। পুরুষের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে একেবারে পথের কাঙ্গালিনী।—পরিণীতা স্ত্রীরস্বামীর উপর যত জোর চলে অপরণীতা স্ত্রীর তাহা চলে না—স্ত্রীর অনেকটা হীনতা প্রাপ্তি হয়—অন্যান্যগতি হইয়া আশ্রয়দাতা পুরুষের দাসিবৃত্তি করিতে হয়। আবার স্ত্রীও সুবিধা পাইলে অপরিণীত স্বামীকে তাচ্ছিল্য করিয়া অন্য পুরুষের আশ্রয় লইতে পারে। নরনারীর মিলনে জগৎকর্ত্তার প্রজাবৃদ্ধি এবং প্রজাপালন একমাত্র উদ্দেশ্য, কিন্তু অপরিণীত মিলন-সম্ভূত সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাঘাত পদে পদে সম্ভাবনা।—যে স্বেচ্ছাচার বর্জ্জনীয়, অবশেষে সেই স্বেচ্ছাচার প্রকারান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইবে—বালকবালিকার দুর্গতি হইবে। অপরিণীত মিলনে অবিচ্ছেদ্য গুণের অভাব। পরিণয় সংস্কার অপরিহার্য্য রেজেষ্টরীখত। তাহার স্বত্বভঙ্গে রাজদ্বারে প্রতীকার পরিণীত দম্পতির পরস্পরের স্বত্বরক্ষা সমাজ-শাসনে বা রাজ-শাসনে হইতেছে। খতের পাঠ দেশ কাল পাত্র ভেদে পৃথক, বিবাহ পদ্ধতির ও দেশকাল পাত্র ভেদে পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। জীবমাত্রে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক নিয়মের দাস। ভৌতিক নিয়মের বলে মানবজাতীর আচারব্যবহারের পার্থক্য হইয়া থাকে। বিবাহ পদ্ধতি ভৌতিক নিয়মে স্থাপিত—কাজেই তাহার দেশ কাল পাত্র অনুসারে প্রভেদ হইবার সম্ভাবনা। সেই বাহ্যিক পার্থক্য হেতু মূলের দোষ হইতে পারে না। কার্য্যোপযোগিতানুসারে পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।

বেশ্যাবৃত্তির বিধান ত আইনের দ্বারা কখন কখন হইয়া থাকে।—কোন স্থানে বেশ্যাবৃত্তির উপর কর স্থাপিত হইতেছে।

কোথাও বা চিকিৎসক দ্বারা বারনারীর সাময়িক পরীক্ষা হইতেছে। ব্যভিচারজনিত কোন রোগাক্রান্ত হইলে আরোগ্য কাল পর্য্যন্ত চিকিৎসালয়ে তাহাদিগকে বদ্ধ রাখিয়া এ কুপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি করা হইতেছে। ইহাতে ব্যভিচার প্রার্থনীয় বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। ইহার মূল উদ্দেশ্য, এ কুপ্রবৃত্তির আতিশর্য্য এবং এই কুপ্রবৃত্তি জনিত কদর্য্য রোগের বিস্তৃতি অবরোধ করা। ইহাতে তাহার পোষকতা করা হয় না। বেশ্যাবৃত্তি একেবারে নিবৃত্তি করিলেও সমাজের অনিষ্ট। অতএব সমাজ রক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহার কতকটা অনুমোদন করেন। কিন্তু তাহার প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা জানেন, তাহার বৃদ্ধি হইলে পরিণয় প্রণালী একেবারে বিধ্বংসিত হইবে—যে সমাজ রক্ষার জন্য এই কুৎসিত কার্য্যের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সে সমাজ একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে। তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন, যে স্থানে সাধ্বী স্ত্রীর সংখ্যা অনেক,সে স্থানে পুরুষ ধার্ম্মিক, নীতিপরায়ণ। তখন বেশ্যাবৃত্তির সাধারণতঃ প্রশ্রয় দিবেন না। তবে যতটুকু দেন, তাহা সাধারণ নিয়মের বর্জ্জন বিধি।

—০—

তৃতীয় প্রস্তাব।

স্ত্রী-হরণ এবং পরস্ত্রী গমন।

অনূঢ়াবস্থায় ব্যভিচার কেবল পরিণয় উচ্ছেদক, পরিণয়-সংস্কারের গতি প্রতিবিরোধক। কিন্তু স্ত্রী-হরণ এবং পরস্ত্রী-

গমন উচ্ছেদকও বটে এবং বিচ্ছেদকও বটে। দুই প্রকারেই সে সংস্কারের পথ রুদ্ধ করে। স্ত্রী-হরণ প্রবঞ্চনা মূলক, পরস্ত্রী-গমন অযথা প্রণয়মূলক। এই দুই ব্যভিচার যমজ ভগ্নী। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বড় কম। অতএব দুই ভগ্নীর রূপগুণ একই প্রস্তাবে বিবৃত করা সুবিধা।

স্ত্রী-হরণ পরিণয় উচ্ছেদক। অবিবাহিতা স্ত্রী অপহৃতা হইলে পরিণয়ের মূলোচ্ছেদ হইল, তাহার পরিণয়ের আশা রহিল না। ধর্ম্মে পতিতা, সমাজে পতিতা, কুলে কলঙ্কিনী, শেষে বারবিলাসিনী, বিবাহ প্রতিরোধিনী। সধবা স্ত্রী অপহৃতা হইলে পরিণয় বিচ্ছেদ হইল, স্বামীর অগ্রহণীয়া, অবশেষে বারনারীর দলের পুষ্টিকারিণী।

স্ত্রী-হরণ প্রবঞ্চনা মূলক। অন্যান্য সম্পত্তি অপহরণ করিতে হইলে যেরূপ প্রবঞ্চনার জাল পাতিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ কৌশলের প্রয়োজন। নারী সহজে পিত্রালয় বা শ্বশুরালয় ছাড়িতে চাহে না। কাজেই প্ররোচন বাক্য—অপেক্ষাকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দের আশয়ে আশ্বাসিত করিয়া অপহারক তাহাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করে। নারী গৃহত্যাগিনী হইলেন; অপহারক মনের সাধে অবাধে নিজ অভিলাষ পূর্ণ করিলেন; কুপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি হইল, সে নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিল, হতভাগিনীর আশা ভরশা সব ফুরাইল, নিরাশ্রয়া একাকিনী পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় চোর তাঁহার মানমর্য্যাদা অপহৃণ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। এই ত প্রবঞ্চিতা নারীর শেষ দশা, এই ত প্রবঞ্চকের শেষ কর্ত্তব্য।

এই ত স্ত্রী হরণের শোচনীয় ফল। তথাচ সমাজশাসনে কি

রাজশাসনে এটী সম্পত্তিহরণের তুল্য দুষণীয় বলিয়া পরিগণিত হয় না। সংসারে ধনসম্পত্তির আদর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাহার রক্ষার জন্যও কঠিন কঠিন বিধি আদিষ্ট হইয়াছে। এ পাপের দণ্ডের জন্য তত কঠিন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। ধনের আদরের কারণ প্রজা রক্ষা, রাজ্য রক্ষা। প্রজা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধন বৃদ্ধি ও ধন রক্ষার প্রয়োজন। আহার্য্য দ্রব্য বিনা অর্থে সংগৃহীত হয় না। আহারীয় দ্রব্যাভাবে প্রজা রক্ষা হয় না। অতএব প্রজা রক্ষার জন্য ধনবৃদ্ধি ও ধন রক্ষার বিধান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রথমে প্রাণ রক্ষার চিন্তা, পরে মানমর্য্যাদা আত্মীয় স্বজন ধর্ম্ম কর্ম্ম। স্ত্রীহরণে ত্রিবিধ ক্লেশ। অপহৃতা স্ত্রীর ক্লেশ, তাঁহার পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী ও স্বামী প্রভৃতি আত্মীয়ের ক্লেশ এবং সমাজ বিশৃঙ্খলায় সাধারণের ক্লেশ। স্ত্রীর নিজের ক্লেশের উল্লেখ করিয়াই সর্ব্বস্বত্যাগিনী বারাঙ্গনার মনে কি ভয়ানক যন্ত্রণানল উদ্দীপ্ত হয়, তাহা সেই হতভাগিনীই জানে। আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করা মনুষ্যের স্বাভাবিক স্পৃহা, আবার তাঁহাদিগের যশোভাজন, স্নেহভাজন ও তাঁহাদের আদর আহ্বানের প্রত্যাশা মনের একটী বলবতী ইচ্ছা এবং মনুষ্যের সুখশান্তির প্রধান কারণ। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিকট লাঞ্ছিত, ঘৃণিত এবং অনাদৃত হইলে মনস্তাপের সীমা থাকে না। অত্যন্ত কঠিন প্রাণেও দারুণ আঘাত লাগে। কত জন সে কষ্টে জ্ঞান হারা হইয়া আপন জীবন হন্তা হইতেছেন। আত্মগ্লানির যন্ত্রণা অপনয়নার্থে মদ্যপান প্রভৃতি নানারূপ কদর্য্য উপায় অবলম্বন করিয়া আপনাকে নরক হইতে নরকে পাতিত করিতেছেন।

স্ত্রী-জাতি স্বতঃ পরাধীনা। যাঁহার অধীনে যখন, তখন তাঁহার মনস্তুষ্টি করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। একবার পতিতা হইলেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ আর দেখিতে পাইলেন না। সাংসারিক সকল আশা ভরশা ঘুচিয়া গেল। নারীর যশঃ কাঁচের ন্যায়, অতি সহজে ভাঙ্গে, কিন্তু যোড়ে না। একবার ব্যভিচার করিলেন, চিরকলঙ্কিতা হইলেন, আত্মীয় স্বজন দ্বারা পরিত্যক্তা হইলেন। অবশেষে অশন বসনের জন্য বারাঙ্গনা। দুশ্চরিত্রার স্থান কোথাও নাই, দাস্যাবৃত্তির দ্বার পর্য্যন্তও অবরুদ্ধ। সতীত্বের উপর নারীর সমস্ত আশা ভরশা স্থাপিত। সে অবলম্বন অপহৃত হইবামাত্র তিনি কুলকলঙ্কিনী, পথের কাঙ্গালিনী, চিরদুঃখিনী বারবণিতা। বারবিলাসিনীর জীবন কি শোচনীয়, সে বারবিলাসিনীই জানে। যে পরিবার হইতে স্ত্রী অপহৃতা, সে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মনের কষ্টের অবধি নাই। লজ্জা, ঘৃণা ও আত্মগ্লানি, পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী ও স্বামী প্রভৃতির মনে অসহ্য যন্ত্রণানল জ্বালিয়া দেয়। সে যন্ত্রণার সহজে শান্তি নাই। সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করে। যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইলেও সেরূপ যন্ত্রণা মনে উদয় হয় না। পরিবারের অশান্তি কাজেই সমাজের অশান্তি, সমাজ বন্ধনের শিথিলতা। পিতামাতা প্রাণাধিকা কন্যার স্নেহে, ভ্রাতা করুণাময়ী ভগ্নীর স্নেহে এবং স্বামী প্রাণপ্রতিমা স্ত্রীর প্রণয়ে বঞ্চিত। এইরূপ ঘরে ঘরে ঘটিলে স্ত্রী-হরণের গতিরোধ না হইলে সমাজের বিশৃঙ্খল। কিন্তু এ অপরাধের প্রতি কর্তৃপক্ষেরা সেরূপ তীব্র দৃষ্টিতে দেখেন না। পাশ্চাত্য নব নব সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে, পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশোধিত ধর্ম্মের প্রণোদিত, স্বাধীনতাবাদের

সঙ্গে সঙ্গে ও নভেল পাঠের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুরুষের স্বাধীনতার স্রোত প্রবল বেগে চলিতেছে, স্নেহের বন্ধন, পরিবারের বন্ধন, সমাজের বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্বাধীনভাব, পিতামাতা, পুত্রকন্যার মধ্যে স্বাধীন ভাব, সে পবিত্র স্নেহের ভাব, সে সস্নেহ মিলনের মধুরতা, সে কোমলতা আর তত দৃষ্ট হয় না। পারিবারিক সুখেরও ক্রমশঃ হ্রাস। বাৎসল্যভাবের ক্রমে লয়।

পরদার গমন অযথা প্রণয় সম্ভূত। এরূপ প্রণয় পরিণয় প্রতিরোধক, পরিণয় বিচ্ছেদক। সেই জন্য অযথা পাণি-গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে। সহোদরার পাণিগ্রহণ সকল জাতির মধ্যে নিষিদ্ধ দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ দুইটী পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে যুবক যুবতীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, তাহাদের অবাধ সম্মিলনে এবং ভালবাসার আধিক্যের ফল জাতিগত সংসর্গ। ভ্রাতাভগ্নী সর্ব্বদা একত্রে থাকিলে এরূপ সংসর্গ সম্ভাবনা। তাহাতে তাঁহার পাণিগ্রহণাভিলাষী পুরুষের মনে সন্দেহ হইতে পারে। বালিকার পরিণয় সংঘটনে বিঘ্ন হইতে পারে। আর একটী কারণ, একত্রে বাস থাকা হেতু অপরি-পক্কাবস্থা হইতেই উভয়ে ব্যভিচার করিতে পারে। তাহাতে স্বাস্থ্যের হানি, বলের হানি। পরে যদি পরিণীতা হইল, তাঁহাদের যে সকল সন্তান হইবে; তাহারাও তাঁহাদের ন্যায় দুর্ব্বল রোগাক্রান্ত হইবে। বংশগত রক্তের দোষ ধারাবাহিক চলিতে থাকে। সেই জন্য হিন্দুরা খুল্লতাত কন্যা বা মাতুল কন্যা বিবাহ নিষেধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা আধুনিক বলিয়া মনে হয়। সিদ্ধার্থ গৌতম বা বৌদ্ধদেব তাঁহার মাতুল কলিরাজের কন্যা

যশোধারাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে এ নিষেধ বিধি ছিল না বলিয়া বোধ হয়। মিশোর দেশে পূর্বকালে সহোদর ভ্রাতাভগ্নীতে বিবাহের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গ্রীকে বৈমাত্রিক ভ্রাতাভগ্নীতে পরিণীত হইতে পারিত। কাল দেশ পাত্র ভেদেও এই বিবাহ নিষেধবিধি স্থান বিশেষে বিশেষ হইয়াছে। এই বিধি কেবল ভৌতিক কারণের উপর স্থাপিত নহে। দেশের অর্থ বৃদ্ধি, রাজশাসন শৃঙ্খলা এবং পরিবার বিশেষের সম্মিলনও ইহার উদ্দেশ্য।

সসম্পর্কে বিবাহের পরিণাম পরিণয়-উচ্ছেদক। সে পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলে ব্যভিচার সহজ সাধ্য হইত। পরিণয়ের আকাঙ্ক্ষার হ্রাস হইত। ব্যভিচার একেবারে উচ্ছৃঙ্খল মূর্ত্তি ধারণ করিত। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর রুগ্ন, মনরুগ্ন হইয়া পড়িত। আত্মা কলুষিত হইয়া পড়িত। মনে সাধুভাব ও ধর্ম্ম ভাব বিলুপ্ত হইত। বিশ্বরাজের অখিল বিশ্বভেদী পবিত্রতার জ্যোতিঃ ব্যভিচার কলুষিত পারিবারিক ব্যক্তির ব্যভিচাবাচরিত চক্ষে প্রতিফলিত হইত না। তাহারা ব্যভিচার উদ্দীপক কাজ কথায় সর্ব্বদা নিয়োজিত, ব্যভিচারজনিত হাস্য রহস্যে, আমোদ প্রমোদে সর্ব্বদা রত। অন্ধের ন্যায় পদস্খলিত হইয়া এক পাপ-কূপ হইতে অপর কূপে পড়িতেছে। দৃষ্টিহীন, বলহীন, আত্মরক্ষায় অসমর্থ। অবশেষে পাপের নিম্নতম কূপে পতিত হইয়া পবিত্র মানব জীবন কোথায় চলিয়া যাইতেছে।

—o—

চতুর্থ প্রস্তাব।

অগম্যাগমন।

এই প্রস্তাবে সসম্পর্কীয় যুবকযুবতীর উদ্বাহ এবং ব্যভিচার উভয়বিধ মিলনের বিষয় উল্লেখ করিব। সসম্পর্কে ব্যভিচার যেমন দুষণীয়, সসম্পর্কে বিবাহও সেইরূপ অপ্রার্থনীয়। এক পরিবার মধ্যে যেস্থানে অবাধমিশ্রণ অপরিহার্য্য, অগম্যাগমন অবশ্য অবশ্যম্ভাবী। এরূপ সংসর্গ নানা উপায়ে প্রতিরোধিত না হইলে পারিবারিক সুখের অনেক বিঘ্ন। পরিবার বিন্যাসের মূল উচ্ছেদক। এরূপ সংসর্গ অতি সহজ, সেই হেতু সর্ব্বাপেক্ষা দুষণীয় বলিয়া সমাজে পরিগণিত। আজন্ম একত্রে অশন-বসন ও শয়নে পরিবারস্থ যুবকযুবতীর সৌহৃদ্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাব এবং স্বাধীনভাব প্রকাশ। আবার স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ের শেষ পরিণাম সংসর্গ। উভয়ের মধ্যে ভালবাসার আধিক্য হইলেই অবশেষে সংসর্গ সংঘটন হইবে। পরিবারের মধ্যে ভালবাসার আধিক্য অবশ্যম্ভাবী—কাজেই যুবকযুবতীর সংসর্গের আশঙ্কাও অত্যন্ত বেশী। পরিবার মধ্যে সাধুভাব ও শৃঙ্খলতা রাখিবার জন্য সসম্পর্কে ব্যভিচার বা পরিণয় মিলন সর্ব্বাপেক্ষা দুষণীয়, নিন্দনীয় বলিয়া সামাজিক দণ্ডবিধিতে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন দণ্ডের প্রস্তাবনা হইয়াছে। বাল্যকাল হইতে এরূপ সংসর্গ অত্যন্ত কদাকার অপবিত্র বলিয়া সংস্কারাবদ্ধ করা হইয়া থাকে। এরূপ সংসর্গের কথা মনে স্বপ্নেও উদয় হইলে ঘৃণার সঞ্চার হয়। সকল স্থানে, সকল

জাতিতে এরূপ সংসর্গ অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। তখন এটী জগৎকর্ত্তার বিধান বিরুদ্ধও বলিতে হইবে। যাহা সমাজের সমষ্টিভাবে হিতকর নহে, তাহা বিশ্ব রচয়িতার অনুমোদিত নহে।

সসম্পর্কে বিবাহও সেই কারণে বর্জ্জনীয়। সসম্পর্কে বিবাহ প্রচলিত থাকিলে ব্যভিচার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত। যে যুবকযুবতীর পরিণয় মিলন অবাধে হইতে পারে, তাঁহাদের মধ্যে ভালবাসার আধিক্য হইলে পরিণামে সংসর্গ অপরিহার্য্য। যে পুরুষ যে স্ত্রীকে বিবাহ করিলে কোন আপত্তি হইতে পারে না, তাঁহার সঙ্গে ব্যভিচার করিতেও তত কুণ্ঠিত হন না। ভ্রাতাভগ্নীতে বিবাহ নিষিদ্ধ ও অপবিত্র বলিয়া আমাদের বাল্যকাল হইতে সংস্কার হইয়াছে, তাহা মনে করিলেও মনে ঘৃণা হয়। এই ঘৃণাভাব মনে স্থায়ীভাব অবলম্বন করিয়া অগম্যাগমন অর্থাৎ সসম্পর্কে ব্যভিচার প্রতিরোধ করিয়াছে,—সমাজের মহতী উপকার করিয়াছে।

বিশেষ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যে যুবকযুবতীর একত্রে বাস করিতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে যদি এইরূপ অলঙ্ঘনীয় অববোধ সংস্থাপিত না হইত, তাহা হইলে অবাধমিশ্রণে, সর্ব্বদা গোপন সম্মিলনে অত্যন্ত ভালবাসা এবং ভালবাসাজনিত নির্দ্দোষাদরা লিঙ্গনে কুপ্রবৃত্তির শিখা যে প্রজ্বলিত হইত, তাহাতে অসম্ভব কি? সেই পরিবার, যাহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া শান্তিসুখ মানব সম্ভোগ করে, যাহার শীতল ছায়ায় সংসাররূপ নাট্যশালার দৃশ্য দর্শনে ক্লান্ত হইয়া হৃদয়মন শীতল করে; সেই পরিবার প্রতি-যোগিতা সম্ভূত রাগ দ্বেষের আলয় হইত। সন্দেহহেতু বিশ্বাসের

হ্রাসে, অন্তরের কোমলভাবের ক্ষয়ে, চিরশত্রুতায় ও প্রতিহিংসায় এমন শান্তির আলয় পরিবার অশান্তির দ্বাপর হইয়া উঠিত। অনূঢ়া যুবতীর সতীত্বে কাহারও বিশ্বাস থাকিত না; তাহার আর পরিণীত প্রণয়ের আশা থাকিত না; পরিণয় সংস্কার বিরোধিনী হইয়া সমাজের বিড়ম্বনা হইতেন; আত্মরক্ষার দুর্গস্বরূপ পরিবার মধ্যেই তিনি নানারূপ ভয়ঙ্কর প্রলোভনজালে জড়িত হইয়া আত্ম বিনাশ করিতেন। পরিণীত দম্পতির আর শান্তি-সুখ থাকিত না। ভ্রাতাভগ্নী, পিতামাতা প্রভৃতি পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব, দ্বেষ প্রতিহিংসার সদ্ভাব হইত। সুকুমার মতি পবিত্র প্রতিমা বালিকাগণের পরিণয়-সম্ভূত বিশুদ্ধ সুখের আশা চলিয়া যাইত। পরিবার শাসন শিথিল হইয়া পড়িত। শারীরিক স্বাস্থ্যের ও বলের হানি করিত।

সকল জাতির মধ্যে এরূপ সম্পর্ক স্বত্ত্বে যুবকযুবতীর বিবাহ নিষিদ্ধ দেখা যায়। কিন্তু সকলের মধ্যে নিষেধ প্রণালী এক রূপ নহে। ইংরাজদিগের আপন স্ত্রীর ভগ্নীর পাণিগ্রহণ অত্যন্ত দূষণীয়। কিন্তু হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে এরূপ পরিণয় অত্যন্ত প্রার্থনীয়। তাঁহারা বলেন যে, যদি স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে ভগ্নী-দিগের মধ্যে সদ্ভাব থাকিত না, স্ত্রী আপন ভগ্নীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, আপনার বাটী পর্য্যন্ত আসিতে দিতেন না। কিন্তু আবার আপন খুল্লতাত কন্যা বা মাতুল কন্যার প্রণয় নীতিবিরুদ্ধ। স্বেচ্ছাচারবাদীরা বলিবেন, পরিণীত স্বামী স্ত্রীর মনোমত হইলেন না। উভয়ের পরিণয় মিলনে চিত্তাসঙ্গ হইল না, তখন স্ত্রী পরপুরুষের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী হইলেন;

স্ত্রী পুরুষ উভয়েই স্বাধীনচেতা। পুরুষে স্ত্রী মনোমত না হইলে অন্য স্ত্রী পরিগ্রহ করিতে পারেন; তখন স্ত্রী কেননা পারিবেন? পরিণয় মিলন আত্ম সুখের জন্য, তাহাতে যদি সুখী না হইলেন, স্ত্রী কেন সে পরিণীত পুরুষে আবদ্ধ থাকিবেন? তাঁহার ঈপ্সিত পুরুষের সঙ্গ কেননা অবলম্বন করিবেন? সেই নীতিসঙ্গত—স্বাধীনচেতা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু এই মত ভ্রান্তি মূলক। তাঁহারা স্বাধীনতাবাদের স্রোতে পড়িয়া স্বাধীনতা সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন। কুল কিনারা কিছুই দেখিতে পান না। যে দিকে চান, সে দিক স্বাধীনতা সলিলে বেষ্টিত। কিন্তু সে সমুদ্রের সীমা আছে, কিনারা আছে, তাহাদের দৃষ্টির সীমা আছে। স্বাধীনতা এতদূর বিস্তৃত হইলে মঙ্গলময় বিশ্বরাজ্য অমঙ্গলে পরিপুরিত হইবে। বিশ্বরচয়িতার বিশ্বকার্য্যের উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হইবে। স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তি হাত ধরাধরি করিয়া চলিবে, তবে বিশ্বরাজ্য সুশৃঙ্খলে থাকিবে।

স্ত্রী পরপুরুষগামিনী হইলে ভর্ত্তার শোকের পার নাই, সন্তান গণের দুঃখের অবধি নাই। পরিবারের শান্তি নাই। পতি সর্ব্বসুখ-প্রদায়িনী প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে যে বিশ্বাসঘাতিনী দেখিয়া মৃত্যুকল্প—মাতা-কলঙ্কিনী দেখিয়া সন্তানগণ লজ্জায়, ঘৃণায় অবনত মুখ। রাগ, দ্বেষ, কলহে পরিবার প্রপীড়িত। স্নেহ মমতা, দয়াদাক্ষিণ্য, মধুরতাময় আলয় নীরস শূন্যময় শ্মশান ক্ষেত্র। পরদারগামী পুরুষ এবং পরপুরুষাবলম্বিনী স্ত্রী উভয়ই নীতিধর্ম্মে পতিতা, কেননা পরিণয় বন্ধন বিচ্ছেদনীয় কার্য্যে প্রবর্ত্তিত। আবার স্ত্রী পুরুষ উভয়েই এইরূপ স্বাধীনচেতা হইলে পরিণয় সংস্কারের দৃঢ়তা থাকিল না, কেহ পরিণয়পাশে

আবদ্ধ হইতে চাহিবেন না। পরিণয় সংস্কারের মূলোচ্ছেদ হইল, বিশ্বরাজার বিধির বিপর্য্যয় ঘটিল, স্বাধীনচেতা স্ত্রীপুরুষের অধর্ম্ম হইল। পাপ পুণ্য কিছুই নহে। যাহাতে রাজ্যের সমষ্টিভাবে সুখ বৃদ্ধি করে, সেই পুণ্য ; এবং যাহা তাহার বিপর্য্যয় ঘটায়, তাহাই পাপ। পরিণয়ে রাজ্যের কুশল, সেই জন্য সেটী পুণ্যবিধি। স্বেচ্ছাচার প্রণয়ে অকুশল ঘটায়, সেটী পাপ বিধি।

কেহ কেহ বলেন, পরিণীতা স্ত্রীর ব্যভিচারে স্বামীর ক্লেশ, সন্তানের ক্লেশ বটে, কিন্তু সে ক্লেশ ব্যভিচার কার্য্য জনিত নহে, তাহা প্রকাশিত হওয়ার ফল। স্ত্রীর ব্যভিচার অনুসন্ধান করিয়া জানিবার প্রয়োজন নাই, জানিবার চেষ্টাও অকর্ত্তব্য। সে বিষয়ে অজ্ঞাত থাকাই যুক্তিসঙ্গত। যদি তাহা যুক্তিসঙ্গত হয়, স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার উপায় রহিল না, বংশের ক্রম রক্ষার বিপর্য্যয় ঘটিল, পরপুরুষের ঔরসজাত সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভর্ত্তা চিন্তাকুল হইলেন। স্বামীর ব্যভিচারে বংশের দোষ ঘটে না, কিন্তু স্ত্রীর ব্যভিচারে স্বামীর বংশের বিপর্য্যয় ঘটে, বর্ণ শঙ্করের সৃষ্টি। স্ত্রীর ব্যভিচার সেই জন্য অসহনীয়। স্ত্রীর ব্যভিচারে কদর্য্য রোগের উৎপত্তি। সেই সকল কারণে স্ত্রীর ব্যভিচার অপেক্ষাকৃত দূষণীয়।

আর একটী কথা। পরিণয় প্রতিজ্ঞাত্মক, শপথ করিয়া মিথ্যা বলা সমাজে নিন্দনীয়, রাজদ্বারে দণ্ডনীয় এবং নীতিধর্ম্ম বিরুদ্ধ হয়, তবে পরস্ত্রী গমন বা পরপুরুষাবলম্বন নিন্দনীয়, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ও দণ্ডনীয় কেননা হইবে? পরিণয়েও ত ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উভয়ে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া থাকেন। তখন উভয়েই পরস্পরের নিকট দায়ী। চুক্তিভঙ্গের জন্য

উভয়ে সমতুল্য রূপে দণ্ডনীয়। কিন্তু রাজনীতিতে কি সমাজ-নীতিতে ইহার দণ্ডবিধান নাই। পরিণয় যেমন ধর্ম্মমূলক, আবার তেমনই চুক্তিমূলক। সুতরাং রাজদ্বারেও এই চুক্তিভঙ্গের বিশেষ দণ্ড বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, আইন কর্ত্তারা এই অপরাধের প্রতি তত তীব্র দৃষ্টিপাত করেন না। ইহুদী-দেব আইনে পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের প্রাণদণ্ড হইত। পুবাকালীন হিন্দুদের মধ্যেও পরদার গুরুতর অপরাধের মধ্যে গণ্য ছিল। প্রথম তিন শ্রেণীস্থ পুরুষে এ অপরাধে অপ-রাধী হইলে নির্ব্বাসিত এবং শূদ্রের প্রাণদণ্ড হইত। পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে, পাশ্চাত্য সভ্যতা পরিশোধিত নব নব ধর্ম্মের বলে, স্ত্রীপুরুষের অভেদ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু সুবিজ্ঞ সমাজ সংস্কারক মহোদয়গণ ভাবেন না যে, স্ত্রীপুরুষের জাতিভেদ ঈশ্বর কর্তৃক। তাহার ভেদাভেদ উঠাইতে গেলে বিষময় ফল ফলিবেক। পরিবারের দৃঢ়বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া আসিবে। স্ত্রীপুরুষের অবাধমিশ্রণে পশুর ন্যায় ব্যবহারের অবতরণা হইবে। পরিণয় সংস্কারের গতি ক্রমে রোধ হইয়া আসিবে। দাম্পত্য সুখের হ্রাস হইবে। দম্পতির অন্তর ঈর্ষাপূর্ণ হইবে। দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসম্বাদে ধরণীধাম পরি-পূর্ণ হইবে। বিশ্বরাজ্য অরণ্য, মনুষ্য অরণ্যচারী পশু হইয়া দাঁড়াইবে। স্ত্রী অপর পুরুষের সহচরী হইয়া বেড়াইলে স্বামীর মনে ঈর্ষানল প্রজ্জলিত হইবে, অশান্তি বিরাজ করিবে। অবাধ-সংমিশ্রণের বিষময় ফল দেখিয়া পূর্ব্বকালীন বহুদর্শী বিচক্ষণ হিন্দু মুসলমান সমাজ সংস্কারকেরা স্ত্রীজাতিকে পরদানশিন করিয়া গিয়াছেন। অবাধ সংমিশ্রণের ফল বর্ত্তমান সমাজ সংস্কারকের

সকল দেশের নিম্নশ্রেণীস্থ স্ত্রীগণের দশায় চক্ষু খুলিয়া দেখুন। স্ত্রীজাতিকে কারারুদ্ধ করিতে চাহি না। স্ত্রীপুরুষের অভেদ সংমিশ্রণ সুফলদায়ক মনে করি না। তাহাদিগকে সাধ্যক্রমে পৃথক রাখায় সমাজের মঙ্গল।

---o---
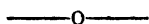
পঞ্চম প্রস্তাব।

বহুবিবাহ।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গের ইচ্ছা মানবজাতির স্বভাব সিদ্ধ। জগৎস্রষ্টা সে ইচ্ছাটী মানব-হৃদয়ে নিহিত করিয়া তাহার চরিতার্থ করিবার উপায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবিত করিয়াছেন। তাহা চরিতার্থ করা তাঁহার বিধান সম্মত। এই বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য, মানবজাতির সুখ এবং মানবজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি। অতএব যে পরিমাণে এই ইচ্ছা চরিতার্থ করিলে তাঁহার এই উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে, সেই পরিমাণেই কেবল চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য। বিরতি ও আতিশর্য্য উভয়ই দূষণীয়, বিশ্বকর্ম্মার বিধান বিরুদ্ধ। স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রজাবৃদ্ধি, তাঁহাদের সংসর্গে প্রজার উৎপত্তি। তাহার বিরতিতে মানবজাতির এককালীন বিনাশ। আবার সংসর্গের আতিশর্য্যেও তাহার ক্রমশঃ নাশ। অবাধ সংসর্গে সন্তান প্রতিপালনের ব্যাঘাত এবং স্ত্রীপুরুষের সন্তানোৎপাদিকা শক্তির হ্রাস। সেই কারণে বহুবিবাহ কি পুরুষের পক্ষে, কি [illegible]র পক্ষে নিষিদ্ধ। যুবকযুবতীর স্বেচ্ছার সংসর্গ

যে কারণে দূষণীয়, বহুবিবাহ সেই দোষে দোষী। বহুবিবাহ কেবল পরিণয় পরিশোধিত এক প্রকার স্ত্রীপুরুষের ব্যভিচার। যদি একাধিক পত্নীর এক পতির সংসর্গ দূষণীয় না হয়, তবে অনূঢ়াবস্থায় স্বেচ্ছাচারেই বা দোষ কি? এই দুয়ের শেষ ফল প্রায় তুল্য। কার্য্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ ফলানুসারে।

সৃষ্টির প্রথম হইতে দেখিতে গেলে, বিশ্বকর্ম্মার উদ্দেশ্য, এক পুরুষে এক স্ত্রী বা এক স্ত্রীতে এক পুরুষ উপগত হয়। অন্য প্রকার উদ্দেশ্য থাকিলে, হয় একাধিক স্ত্রীর সৃষ্টি করিতেন, না হয় একাধিক পুরুষের সৃষ্টি করিতেন। একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রী সৃষ্টি করিতেন না। স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার সমতাও এই বিধানের প্রতিপাদ্য। এক পুরুষের একাধিক স্ত্রীর উপর একাধিপত্য হইলে, অনেক পুরুষের স্ত্রীসম্ভোগ হইতে একেবারে বিরত হইতে হইত। দৈবঘটনাক্রমে স্থানবিশেষে উভয় জাতির সংখ্যার তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু সেটী সাধারণ বিধান নহে।

বহুবিবাহ কেবল যে ঐশ্বরিক ও ভৌতিক বিধান বিরোধী, এমত নহে। স্বয়ং মানবমানবীরই কি পৃথকরূপে কি সমষ্টি-ভাবে ক্লেশজনক। কি স্ত্রী, কি স্বামী কাহারও মনে শান্তি নাই। কাজেই পরিবারে শান্তি নাই, সুখ নাই। এক স্বামীর স্ত্রীদিগের মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদবিসম্বাদ, দ্বেষ, হিংসা; স্বামীর স্নেহের বিচ্ছিন্ন ভাব। ধন্যাঢ্যের ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়-শক্তিসম্ভূত বলবীর্য্যের ক্ষয়, মনোবৃত্তির হ্রাস, মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যের ও অলসতার প্রকাশ ও স্ত্রীজাতির হীনতা প্রাপ্তি বহুবিবাহের ফল। ইহাতে পত্নী হতগৌরবা, হতশ্রী। প্রিয়-

ভাবিণী, শক্তিসঞ্চারিণী, সুখপ্রদায়িণী, পবিত্রানন্দবর্দ্ধনকারিণী ও পতিরতা পত্নী কেবল ইন্দ্রিয়চরিতার্থকারিণী—কলহপ্রিয়া—সুখ-শান্তিবিনাশিনী—স্বামী-গৃহ-পরিচারিকা।

বহুবিবাহ প্রজাবর্দ্ধনকারীও নহে। বহু স্ত্রীর সংসর্গে পুরুষের পুত্রোৎপাদিকা শক্তি শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। এক পুরুষ ও এক স্ত্রীর সংযোগে অপেক্ষাকৃত বেশী সন্তান উৎপন্ন হয়। এবং সে সকল সন্তান বলিষ্ঠকায় হইয়া থাকে। আবার এক পুরুষের অনেক সন্তান হইলে তাহাদের প্রতিপালনের ও শিক্ষাপ্রদানেরও অনেক বিঘ্ন হইতে পারে। পিতার কর্ত্তব্য সন্তানগণকে যথারীতি প্রতিপালন করিয়া ও শিক্ষা দিয়া সংসারের কার্য্যোপযোগী করিয়া দেওয়া। কিন্তু অধিক সন্তান হইলে পিতা সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন না। দুটী সন্তান যে যত্নে ও ব্যয়ে প্রতিপালিত ও সুশিক্ষিত হইতে পারে, ত্রিশটী সন্তানের প্রতি তাহা অপেক্ষা কত বেশী যত্ন ও ব্যয় করা প্রয়োজন? কিন্তু এক পিতার পক্ষে সেটী সহজ সাধ্য নহে। সুতরাং বহুবিবাহ সমাজের হিতকারী নহে, জগৎকর্ত্তার অনুমোদিত নহে।

দাম্পত্য সম্বন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য, সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা। এক স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান-সংখ্যা দুই ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ঠ, তাহার অধিক হইলে সন্তানের কষ্ট, এই অবস্থায় সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ পিতামাতার ভার বোধ হয় না, বরং তাহাতে আনন্দ অনুভব করেন। সন্তান প্রতিপালন তখন কেবল কর্ত্তব্য অনুরোধে এরূপ মনে হয় না, তাহাতে আনন্দ অনুভূত হয়। কিন্তু সন্তান প্রতিপালন ভার বোধ হইলেই অপত্যস্নেহের

হ্রাস ; অপত্যস্নেহের হ্রাসের ফল সন্তানের অকাল মৃত্যু ; তাহার ফল প্রজা সংখ্যার হ্রাস ; বিশ্বকর্ম্মার বিধানের বিপর্য্যয়।

সুখ বৃদ্ধি এবং দুঃখ নিবৃত্তি মানবের ধর্ম্মকর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজবদ্ধ হইয়া বাসে মনুষ্যের অধিকাংশ সুখের উৎপত্তি। আবার সামাজিক সুখের মধ্যে পরিপারিক সুখ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং উৎসাহ বর্দ্ধক। পতিপত্নীর সহবাস যে কেবল আনন্দজনক এমন নহে। পিতামাতার, পুত্রকন্যার, ভ্রাতা-ভগ্নীর এবং জ্ঞাতিবন্ধুর ভালবাসাও মানবের সুখের উৎস। কিন্তু মানব মানবীর সতীত্ব বিহনে অর্থাৎ এক পুরুষ এক স্ত্রীতে বা এক স্ত্রী এক পুরুষে আজন্ম পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ না হইলে সে সুখের সম্ভোগ হয় না। এই সতীত্ব বিধির উপর নরনারীর যত লক্ষ্য থাকিবে, তাঁহাদের এ জগতে তত সুখ হইবে। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাদিগকে গেরুয়া বসনে সাজাইয়া অরণ্য-বিহারী করিয়া আনন্দানুভব করেন না ; সংসারে থাকিয়া তাঁহার প্রতিষ্টিত সাংসারিক কার্য্য করিলেই সন্তুষ্ট থাকেন। সাধুতা এবং সতীত্ব বিধি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কার্য্যকলাপের ভিত্তি-ভূমি। সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

ঈশ্বর প্রেরিত সতীত্ব বিধি উল্লঙ্ঘিত হইলে কোন পরিবারে সুখ হইতে পারে? বহু পত্নীর সমাগমে, বহুপত্নী প্রসূত, বহুসন্তানের সম্মিলনে কোন পরিবার দ্বেষ, হিংসা, বিবাদবিসম্বাদ হইতে বিরত হইতে পারে? সপত্নীসমূহের গর্ভজাত সন্তানগণের হৃদয়ে কখনই পিতৃভক্তি ও পিতৃস্নেহ প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। সকলেই ঈর্ষা বিভূষিত চক্ষে পিতার প্রতি কটাক্ষ-পাত করেন। এরূপ অশুভ ফলপ্রদ বহুবিবাহ যদি সঙ্গত হয়,

তবে সংসারে শান্তি কোথায়? ধর্ম্ম কোথায়? যদি বহুবিবাহকে ব্যভিচারে পরিগণিত না করিয়া সতীত্বরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করাইয়া সংসারে প্রবর্ত্ত করা হয়, তবে গৃহস্থাশ্রমের সুখের ভাব বিলোপিত হইবে। জগৎপাতার প্রতিরূপ পিতামাতা বন্যচারী পশু সদৃশ হইবে। গৃহী ও সমাজিক মানব বনচারী পশু হইয়া দাঁড়াইবে। হৃদয় শ্মশানময়, সংসার শ্মশান হইবে। বহুবিবাহ নরনারীর সুখ শান্তি বিনাশক, পরিবার ও সমাজবন্ধন বিচ্ছেদক ও বিশ্বকর্ম্মার বিধি বিরুদ্ধ। অতএব এক স্ত্রী স্বত্বে অপর স্ত্রীর পাণিগ্রহণ একবারে পরিহার্য্য।

বহুবিবাহে অনিষ্টকারিতা স্বত্বেও অনেক স্থানে ইহা আদৃত হইয়া আসিতেছে। বিলাসী জাতির মধ্যেই বহুবিবাহ অপেক্ষাকৃত প্রচলিত। আবার অনেক স্থানে আইনের শাসন দ্বারা এই বিবাহ প্রণালী একেবারে উচ্ছেদ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডে রোমের শাসনকালে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের বিমলজ্যোতিঃ প্রতিভাত হইয়া সে কুপ্রথা একেবারে তথা হইতে বিদূরিত হইয়াছে। সেখানে বর্ত্তমান আইনানুসারে এক স্ত্রীর জীবন স্বত্বে পুনরায় বিবাহ করিলে সে বিবাহ যে অগ্রাহ্য করিয়া শাসনকর্ত্তারা ক্ষান্ত থাকেন এমন নহে, দ্বীপান্তর প্রভৃতি গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সুইডেনে মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সকল জাতির মধ্যেই একাধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ। হিন্দুগণ যখন সভ্যতার উচ্চতম চূড়ায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন বহুবিবাহ ছিল না; কেবল পত্নীবন্ধ্যা বা অন্য কারণে সন্তান প্রসবে অক্ষম হইলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু আধুনিক কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে

সঙ্গে এই সর্ব্বনাশক প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে। দেশাচার ও কালাচার ধর্ম্মবিধি উল্লঙ্ঘন করায় হিন্দুসমাজ এত হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়েকটী বিশেষ বিশেষ কারণে ক্রমে ক্রমে চারিটী স্ত্রীর পাণিগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ভোগবিলাসী মুসলমানগণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না কবিয়া ইন্দ্রিয়সুখচরিতার্থ করিবার জন্য কতকগুলি স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে এবং এই কারণেই আধুনিক মুসলমান জাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রণালী বড় প্রচলিত। কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক মুসলমান এক স্ত্রীর অধিক গ্রহণ করেন না, যেহেতু তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণে উক্ত হইয়াছে, "যদি আশঙ্কা কর, তোমার স্ত্রীদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার (সকলের প্রতি সমান ব্যবহার) করিতে পারিবে না, তাহা হইলে এক স্ত্রীকে বিবাহ করিবে।" "যদিচ তোমরা ইচ্ছা কর (সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে পারিবে), তোমাদের স্ত্রীদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করা নিশ্চয়ই তোমাদের ক্ষমতাতীত।" যাহারা কোরাণের আদেশানুসারে কার্য্য করে না, ইস্‌লাম ধর্ম্মানুসারে তাহাদের কার্য্যকলাপের বিচার করার আবশ্যক করে না। যাহারা বেশী ভোগবিলাসী, তাঁহারাই এই প্রণালীকে বিশেষ অনুমোদন করিয়া থাকেন। বহুবিবাহে স্ত্রীর সর্ব্বনাশ, তাঁহার মানমর্য্যাদা সুখ স্বচ্ছন্দ ধন প্রাণ হইতে বঞ্চিত। মিডিয়াতে এক পুরুষকে সাতটী স্ত্রী এবং এক স্ত্রীকে পাঁচটী স্বামী গ্রহণ করিবার জন্য আইন দ্বারা বাধ্য করা হইত। যখন যুদ্ধে বা অন্য কারণে স্ত্রীর বা পুরুষের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যাইত, তখন এই প্রণালী

অবলম্বিত হইত। এই কারণে সভ্যজাতিরা বর্ত্তমানকালে এই প্রণালী অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। এ অবস্থায় এইরূপ প্রণালী অবলম্বন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পতিশূন্য স্ত্রীর ও পত্নীশূন্য পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ব্যভিচার বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

পরিণয়-সংস্কারের ক্ষতি।

বহুবিবাহ এক প্রকার মন্ত্রপূত ব্যভিচার। উচ্ছৃঙ্খল সংসর্গ যেরূপ পরিণয় সংস্কারের উদ্দেশ্য বিরোধী, বহুবিবাহও সেরূপ। পরিণয় সংস্কারের উদ্দেশ্য প্রজাবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষা। বহুস্ত্রী গ্রহণে সন্তান পালনের ও সুস্থকায় সন্তানোৎপাদনের বিঘ্ন। বহু স্ত্রীর সংসর্গে স্বাস্থ্য হানি এবং সন্তানোৎপাদিকা শক্তির হ্রাস। কাম একটী শারীরিক বৃত্তি, ইটীর আলোচনায় প্রজারক্ষা ও আত্মরক্ষা। তাহার পরিমিত অর্থাৎ ইহার উদ্দেশ্য সাধনে যতটুকু অনুশীলন আবশ্যক, ততটুকু অনুশীলন করা ধর্ম্ম। তদ্ব্যতিরেকে অধর্ম্ম। বহুবিবাহে তাহার অপরিমিত আলোচনা সম্ভব। কাজেই সেটী জগৎস্রষ্টার অনুমোদিত নহে। এ সকল শারীরিক বা নিকৃষ্টবৃত্তির সংযমই অর্থাৎ পরিমিত অনুশীলনই ধর্ম্ম। তাহারা স্বতঃ স্ফূর্ত্তি। তাহার স্ফূরণ জন্য অনুশীলনের প্রয়োজন নাই। উপযোগী সামগ্রী পাইলেই স্বতঃ বিকশিত হইবে। এরূপস্থলে তাহাদের সম্প্রসারণ জন্য যদি চেষ্টা করা যায়, তবে অত্যন্ত প্রবল হইবে। কার্য্যকারিণীবৃত্তিনিচয়ের অর্থাৎ দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি বৃত্তির স্ফূরণে বিঘ্ন ঘটিবে। এ সকল বৃত্তির স্ফূরণ আলোচনাধীন। নিকৃষ্ট শারীরিক বৃত্তির প্রবলতায় তাহার আলোচনার অবকাশ হইবে না। বহুবিবাহ একটী নিকৃষ্টবৃত্তির অপরিমিত প্রশ্রয়।

নরনারীর উচ্ছৃঙ্খল সংসর্গেও সেই ফল। উভয়ের পার্থক্য বড় কম। তবে একটী সমাজিক নীতিবিরুদ্ধ, অপরটী সমাজিক নীতিসঙ্গত। এক স্ত্রী বা এক পুরুষে আজন্ম আবদ্ধ থাকা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। এক বিবাহে এ বৃত্তিটীর সংযম, অতএব ইহাতে ধর্ম্ম।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

পরিণয় বিচ্ছেদ।

ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জাতির মধ্যে পরিণয়-বিচ্ছেদ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন জাতির মধ্যে এই প্রথা এতদূর প্রবল যে, স্ত্রী বা স্বামী ইচ্ছা করিলেই সামান্য কারণে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। কেবল সুসভ্য ও সুশিক্ষিত জাতির মধ্যে বিশেষ কারণ অভাবে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই এই প্রথানুসারে কার্য্য করিতে পারেন না। কোন কোন স্থানের প্রথানুসারে আদালতের বিনা সাহায্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইতে পারে না। যে সকল জাতির বিবাহ চুক্তিসম্ভূত, তাহাদের বিচ্ছেদ প্রথাও স্বেচ্ছাধীন প্রায় দেখা যায়।

কিন্তু হিন্দু জীবনে পরিণয়-সংস্কার একটী মহৎ ঘটনা; অচ্ছেদ্য ও অলঙ্ঘনীয়। হিন্দু দম্পতির মিলন আমরণ। হিন্দু পরিণয় কেবল চুক্তিমূলক নহে, ফলবাদের বা সাধারণ উপকারিতা-বাদের উপর স্থাপিত নহে। হিন্দু পরিণয়ে ঐহিক পারত্রিকের সুখ দুঃখের মিলন। হিন্দু দম্পতির আত্মার মিলন।

কাজেই অচ্ছেদ্য, অনিবার্য্য ও অপরিবর্ত্তনীয় বন্ধন। তাহাদের পরিণয়-সংস্কারের সংস্কার ধর্ম্মভাবসম্ভূত। প্রকৃতির নিয়ম রক্ষার জন্য কেবল তাহাদের বিবাহ নহে, ধর্ম্ম জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত।

পরিণয়-সংস্কারের মধ্যে ধর্ম্মভাব না থাকিলে, এই গুরুতর প্রতিজ্ঞা বন্ধন স্বেচ্ছাধীন হইলে, নরনারীর মিলনের শেষ ফল কি হইতে পারে? সমাজ বিশৃঙ্খল, সংস্কার নীরস। এই প্রতিজ্ঞার মূর্খ উদ্দেশ্য যদি রিপু চরিতার্থ হইত। কিছু দিন সহবাসে পরিতৃপ্ত হইয়া পুরুষ বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতেন। পুরুষের বিশেষ ক্ষতি নাই। এক স্ত্রীর সহবাসে ক্লান্ত হইলেন, অরুচি হইল, তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন, আবার নব তৃণানুগামী পশুর ন্যায় নূতন স্ত্রী গ্রহণ করিলেন। কিন্তু নারীর জীবনে এই ঘটনা কত দূর ক্ষতিবৃদ্ধি করিল, তাহা বিবেচ্য। বিনা কষ্টে পরিণয় সম্ভূত সুখ কিছুদিন সম্ভোগ করিয়া পুরুষ অন্তরিত হইতে পারে, কিন্তু এই সংস্কারে আবদ্ধ হইলে স্ত্রীর জীবনে কতকগুলি স্থায়ী ও গুরুভার আসিয়া উপস্থিত হয়। পরিণীতা হইলেন, গর্ভধারণ করিলেন, অচিরে নিদারুণ গর্ভ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সুকুমার-মতি বালক বা বালিকার মুখশ্রী দর্শন করিলেন, হৃদয়ে স্নেহের তরঙ্গ উঠিল, আপন জীবনাধিক সন্তানের রক্ষণা বেক্ষণে ব্যাকুলিতা হইলেন। পুরুষ পরিণীত হইলেন, পরিণীত জীবনের সুখভোগ করিয়া অন্তরিত হইলেন, আর কোন ব্যাকুলতা রহিল না। পরিণীত জীবনে আমরণ স্থায়িত্ব না থাকিলে স্ত্রীর কি হইল? পরিণয়ের সুখ দূরে থাকুক, তাঁহার জীবন অপ্রতিহত দুঃখ স্রোতে ভাসিল। "আমি তোমার, তুমি আমার"

এ প্রতিজ্ঞার কার্য্যকারিতা থাকিল না। দুঃখিনীর জীবন দুঃখের স্রোতে চলিল। সন্তান প্রসবে সৌন্দর্য্যের হ্রাস, যৌবনের পতন, পুরুষান্তরে সহজে আশ্রয় পাইলেন না, হৃদয়প্রতিম সন্তানকে বুকে লইয়া অবশেষে দুঃখসাগরে ডুবিলেন। যদি আশ্রয় পাইলেন, মনের মালিন্য গেল না, আশা প্রদীপ হৃদয়ে সে তেজে আর জ্বলিল না। সর্ব্বদাই আশঙ্কিত, কখন যে ক্ষণিক আশ্রয় হইতে বিচ্যুতা হন। পরিণয় সূত্র অবিচ্ছেদ্য এবং সন্তানসন্ততি সেই সূত্রের দৃঢ়তর গ্রন্থি। দিন দিন পবিত্র প্রণয়ের স্ফূর্ত্তি, এবং যারাপতির সুখের বৃদ্ধি। দিন দিন যৌবনসম্ভূত পাশব প্রকৃতির তিরোভাব এবং পবিত্রতর সুখের ও কর্ত্তব্যের ক্রমশঃ অবির্ভাব। অস্থায়ী পরিণয়ে সমাজ বিশৃঙ্খল, মানবজীবন নীরস এবং জগৎস্রষ্টার জগৎপালনের বিঘ্ন। স্থায়িত্বে সর্ব্ব-মঙ্গল।

যখন নরনারীর যৌবনে এবং প্রৌঢ়ে পরিণয় অচ্ছেদ্য, তখন বার্দ্ধক্যে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যৌবনে দাম্পত্য প্রণয়ের প্রারম্ভ, তখন কেবল পাশবিক প্রবৃত্তির বলে প্রণয়ের আবেগ। কিন্তু প্রৌঢ়ে সন্তান মুখ দর্শনে দম্পতির প্রণয় প্রকৃতির গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তখন একে একে সন্তানগণ প্রণয়-রজ্জু-গ্রন্থি সুদৃঢ় করিতে লাগিল, পবিত্র সুমধুর স্নেহে তাহা সুকোমল করিয়া তুলিল। ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিল, মাতার সন্তান উৎপাদিকাশক্তি প্রাকৃতিক নিয়ম ক্রমে বিনষ্ট হইল, সন্তানসন্ততি বয়োপ্রাপ্ত হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, পিতামাতার সাহায্যের আর প্রতীক্ষা রাখিলেন না। স্ত্রীপুরুষের প্রধান কর্ত্তব্য সন্তান উৎপাদনে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রজা বৃদ্ধি করা এবং তাহাদের আশৈশব প্রতিপালন করা। নরনারীর সে কর্ত্তব্য সাধিত হইলে, আ

পরস্পরের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবার প্রয়োজন কি? তখন পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনভাবে জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিলে পারেন। যদি পরিণয় বিচ্ছেদ্য হয়, তাহা যৌবনে, বার্দ্ধক্যে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তখন সন্তান প্রতিপালনের ভার অনেক হ্রাস হয় বটে, কিন্তু পরস্পরের বহুকাল ব্যাপৃত সহবাসে, সুখ দুঃখের মিলনে, তাহাদের প্রণয় বন্ধন এত দৃঢ় হইয়া পড়ে যে, তাহা ছিন্ন করা একেবারে অসম্ভব। মৃত্যু ভিন্ন জীবনের কোন ঘটনা সে স্নেহ মিলনের বিচ্ছেদ করিতে পারে না। বার্দ্ধক্যে প্রণয়ের বেগের হ্রাস, কিন্তু স্থায়িভাবাপন্ন। আজীবন পরিণয়সূত্র কি স্ত্রীপুরুষের স্বার্থে, কি সন্তানসন্ততির লালনপালনার্থে, কি সমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যে অবিচ্ছেদ্য থাকা প্রয়োজন। প্রজাপতির প্রজাপালনের নিয়মশৃঙ্খলে পরিণয়ের স্থায়িভাব সুদৃঢ় গ্রন্থি। তখন আজীবন দাম্পত্যসম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকা ঈশ্বরাভিপ্রেত।

আসঙ্গলিপ্সা মানবজাতির প্রকৃতিমূলক। মানব একাকী এক স্থানে কখন বাস করিতে পারে না। যত নির্জ্জন নিবিড় বনে যাইবে, ততই সঙ্গ ইচ্ছা প্রবল হইবে। মানব সঙ্গ না পাইলে পশুর সঙ্গ অবলম্বন করিতে প্রকৃতি লওয়াইবে। আসঙ্গলিপ্সা মানব হৃদয়ে নিহিত করিবার জগৎস্রষ্টার এক মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। এই স্পৃহা মানবহৃদয় অধিকার না করিলে সমাজ গঠন হইত না। নরনারীর মিলন সমাজের ভিত্তিভূমি—আসঙ্গলিপ্সার প্রথম ফল। জীবন পর্য্যন্ত নরনারীর মিলন স্থায়ী না হইলে সে, ফলের ফলোৎপাদায়িকতা থাকিতে পারে না। সমাজবন্ধন একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে। তাহাতে ব্যভিচারের আবির্ভাব--

ক্রমে সমাজের ধ্বংশ। পুরুষের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যাপেক্ষা স্থায়ী। পত্ন্যান্তর গ্রহণ করা তাহার সহজ সাধ্য। কিন্তু নারীর পরিণীত-জীবনে নানা কারণে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের হ্রাস হইতে থাকে, পত্যান্তর গ্রহণ তত সহজ সাধ্য নহে। নরনারীর সঙ্গম প্রকৃতিগত স্পৃহা, তাহা চরিতার্থ করাও প্রয়োজনীয় এবং একেবারে সংযম করাও সাধারণের পক্ষে সহজ নহে। তখন নারী যদি পত্যান্তর গ্রহণে কৃতকার্য্য না হইলেন, ব্যভিচার আসিয়া উপস্থিত হইল। সমাজের বিশৃঙ্খল ঘটিল। প্রজা বৃদ্ধিরও ক্ষতি হইতে লাগিল। ঐশ্বরিক নিয়মের গতি অবরোধ হইল।

যুবকযুবতীর পরিণয় মিলন আমরণ স্থায়ী না হইলে পরস্পরের মধ্যে মিত্রভাব দৃঢ়ীভূত হইতে পারে না। পতি পত্নী এক অঙ্গ এ কথার সারত্ব থাকে না। পরিণয়ে আবদ্ধ হইলেই উভয়ের নূতন নূতন স্বত্ব ও দায়িত্বের উদ্ভব হয়। দাম্পত্য সম্বন্ধে দৃঢ়তা না থাকিলে সে স্বত্ব ও দায়িত্বের কোন ফলোপদায়িকতা থাকে না। প্রতিক্ষণেই সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভব। একের উপর অপরের বিশ্বাস হয় না। পরস্পরের বাধ্য বাধকতা ভাবের আবির্ভাব মনে উৎভাবিত হইয়া সুখ দুঃখে, সম্পদ বিপদে সহানুভূতি জন্মে না। শান্তি-কুশল আকাশ কুসুম সদৃশ হইয়া পড়ে। প্রণয়ের স্থায়িভাবের অভাবে পরস্পরে পরস্পরের স্বার্থানুসন্ধানে রত থাকে না। কেহ কাহার দুঃখে দুঃখিত বা সুখে উল্লাসিত হন না। প্রণয়ের অস্থায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্ত্রী ভাবী বিপদের আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকেন এবং তাহার শেষের উপায়ানুসন্ধানে রত থাকেন!

স্বামীর স্বভাবতঃ তাহার উপর অবিশ্বাস জন্মে। কিন্তু আমরণ যে প্রণয় স্থায়ী হইলে সে ভাবের উদ্ভব হয় না। শান্তিময় দাম্পত্য সম্বন্ধ অশান্তির উৎস হয় না। পরিণীত যুবকযুবতীর সকল বিষয়ে মনের মিলন সঙ্গত নহে বটে, কিন্তু বহুকাল সহবাসে, তাঁহাদের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য হইলে পরস্পরে পরস্পরের সুখ শান্তির জন্য চিন্তা করেন। একে অপরের মনস্তুষ্টি করিয়া অবিচ্ছেদ্য পরিণীত জীবন কুশলে অতিবাহিত করিবার যত্ন ও প্রয়াস করিতে থাকে, যদি প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সমন্বয় করা কষ্টকর বোধ হয়, কিন্তু সময়ে সে চেষ্টা সহজ ও সুখকর হইয়া উঠে। সুকুমার মতি হৃদয়ানন্দকারী সন্তানের সহাস্য বদন দেখিয়া দম্পতির মনে আনন্দের উচ্ছ্বাস হইতে থাকে। পরস্পরের বৈরভাব ভুলিয়া তখন এক প্রাণ, এক মন হইয়া আনন্দস্রোতে গা ঢালিয়া দেন। প্রাণপ্রতিম সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া দ্বিত্বভাব বিস্মৃত হইয়া যান। তখন স্বতন্ত্রভাব আর থাকে না। তখন এক রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে এক মনে এক প্রাণে প্রবৃত্ত হন।

পরিণয়-বিচ্ছেদ ইচ্ছাধীন ও ক্ষণস্থায়ী হইলে স্ত্রীর অপেক্ষাকৃত ক্ষতি। পুরুষের নূতন নূতন স্ত্রী গ্রহণ সহজ, কিন্তু নারীর সে পক্ষে সুবিধা বড় কম। নারীর যৌবনের মাধুর্য্যে এবং দৈহিক সৌন্দর্য্যের উপর প্রায় নির্ভর। যৌবনে বিবাহ তাহার পক্ষে যত সহজ, বয়োবৃদ্ধি হইলে আর তত সহজ হয় না। তাহার রূপলাবণ্য অল্পস্থায়ী, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার হ্রাস হইতে থাকে। যৌবন গেল, সৌন্দর্য্য গেল, পুরুষের আর তত নয়ন হারিণী থাকিলেন না। পত্যন্তর গ্রহণ আর তাহার সহজ

সাধ্য হইল না। যখন নারীর রূপলাবণ্য পুরুষের মনোহরণের প্রধান কারণ হইল, তখন পুরুষের ভালবাসার অস্তিত্ব কোথায়? তাহার সৌন্দর্য্য গেল, তাহার মনোহারিত্ব গেল। পুরুষের মন অন্য দিকে ধাবিত হইল। প্রার্থিত বস্তু পাইবার চেষ্টায় সুখ পাইলে তাহার মধুরতা গেল, তাহার নূতনতা বিলোপিত হইল। আবার নূতন বস্তুতে মন আকৃষ্ট হইল। কিন্তু দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থায়ী থাকিলে পুরুষের হৃদয়ে এ ভাব উন্মেষের পথরুদ্ধ হইয়া যায়। এক পত্নীতে আজন্ম আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইলে, পত্ন্যন্তর গ্রহণ দুষ্কর হইয়া পড়ে। সুতরাং সে ইচ্ছা বিকশিত না হইয়া ক্রমশঃ সংযমিত হইয়া একেবারে লয় প্রাপ্ত হয়। প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন অন্য গতি নাই দেখিয়া তদ্গত চিত্তে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে আলিঙ্গন করেন; জীবনের একমাত্র আনন্দদায়িনী সহচরী ভাবিয়া আপনার মন প্রাণ তাঁহার মন প্রাণে মিশাইয়া দেন। নরনারী উভয়ই ঈশ্বরের সৃষ্ট। তাঁহার উদ্দেশ্য নহে যে, নারী দুঃখে কাঁদিবে এবং পুরুষ সুখে নাচিবে। উভয় জাতিকে সুখী করা তাঁহার নিয়মের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য আমরণ দাম্পত্য সম্বন্ধে স্থায়ীত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর। সুতরাং নরনারীর পরিণয়-সূত্র আমরণ অচ্ছিন্ন থাকা প্রয়োজন।

পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদ হইলেও এই সকল কুফল ফলিবার সম্ভব। তাহাও ঈশ্বরানুমোদিত নহে। তবে কতকগুলি অনিবার্য্য এবং শোচনীয় ঘটনা ঘটিলে পরিণয়-বিচ্ছেদই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কোন পক্ষ ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, বিনা কারণে অন্যায়রূপে পরিত্যক্ত হইলে অথবা এক পক্ষ অপর পক্ষের সাংঘাতিক পীড়া জন্মাইতে

বা প্রাণ হত্যা করিতে উদ্যত হইলে পরিণয় বন্ধন ছিন্ন করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন যে, পতি বা পত্নী চিররোগী বা অপ্রতিহার্য্য বাতুলতায় আক্রান্ত হইলে পত্ন্যন্তর বা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দুগণ তাহাতেও পরিণয় বিচ্ছেদ করিতে প্রস্তুত হইবেন না। একথা শুনিলে তাঁহারা মুখ ফিরাইবেন। হিন্দু রমণী অক্ষম, চিররুগ্ন বা বাতুল পতির পদতলে বসিয়া মনের দুঃখে কাঁদিবেন, সানন্দ মনে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া জন্ম সার্থক মনে করিবেন। তথাচ কখন এই কষ্টের অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণের ইচ্ছা মনেও আসিতে দিবেন না।

পতিপত্নীর মধ্যে যে কোন স্থলে অপ্রণয় দেখা যায়, সে অবস্থায় উভয়ে চিরদুঃখে ভাসিতে থাকেন। এ অবস্থায় পরিণয় বিচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য কি না? এই আপত্তি অলৌকিক নহে। এমন স্থলে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হওয়া ভাল বটে, কিন্তু তাহা হইল প্রকারান্তরে বিচ্ছেদ প্রথা ইচ্ছাধীন সহজ হইয়া উঠিবে। যাহার যখন স্বতন্ত্র হইয়া যাইবার ইচ্ছা হইবে, তখন এই কারণ উল্লেখ করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হইবেন। কৌশলে পরিণয়ের একান্ত প্রয়োজনীয় আমরণ স্থায়ীত্ব চলিয়া যাইবে। ইহাতে পতিপত্নীর প্রণয় ভাব শিথিল হইবে বটে; কিন্তু অনিষ্ট ভাবে দেখিলে ইহাতে সমাজের তত ক্ষতি হইবে না।

সপ্তম প্রস্তাব।

পরিণীতা নরনারীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।

বিবাহপদ্ধতি জগৎপতির জগৎশাসন প্রণালী সম্ভূত হউক বা পরিণয় সম্ভূত কর্ত্তব্য জ্ঞান দৃঢ়ীভূত করিবার অভিপ্রায়েই হউক প্রায় সর্ব্বদেশে পরিণয়-সংস্কার অনুষ্ঠিত-ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। অত্যল্প জাতির মধ্যে ধর্ম্ম পরিচ্ছদ হইতে অনাবৃত করিয়া পরিণয়কে কেবল আইনানুমোদিত চুক্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

যাহা হউক, পরিণয়কালে যুবকযুবতী পরস্পরে কতকগুলি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া থাকেন। তাহা বিবাহসভার দেবতা এবং আত্মীয়স্বজনের সাক্ষী করিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরস্পরে সে প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিতে আজন্ম বাধ্য। তদ্ব্যতিরেকে অধর্ম্ম এবং লোকনিন্দা। এই প্রতিজ্ঞাগুলি যদি ধর্ম্মরূপ আবরণে আবৃত না হইত, তাহা হইলে পরিণয় সংস্কারের মাহাত্ম্য একেবারে তিরোহিত হইত। পরিণয় কেবল নামে মাত্র থাকিত। আবার সেই সমাজ বিপ্লবকারী উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব হইত।

বিবাহকালে স্বামীর প্রতিজ্ঞা এই যে, স্ত্রীকে প্রতিপালন এবং তাহার প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন। স্ত্রী তাহার স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও স্নেহ প্রকাশ করিবেন এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবেন। সুখে দুখে, স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে, বিপদে সম্পদে

কেহ কাহাকে অবহেলা করিবেন না। আজীবন পরস্পর পরস্পরের অনুগামী থাকিবেন কিম্বা কাহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। এই সমস্ত পরিণয় প্রতিজ্ঞা। এই সমস্ত প্রতিজ্ঞায় ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া আবদ্ধ হইয়া যুবকযুবতী আপন জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হন, ইহার বিপর্য্যয়ে উভয়েরই ক্লেশ। সুতরাং অধর্ম্ম।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভক্তি, প্রীতি, দয়া ও সম্মাননা, পরিবার স্বরূপ উত্তুঙ্গ অট্টালিকার ভিত্তি। স্বামী গৃহের কর্ত্তা। তাঁহার প্রতি স্ত্রীর ভক্তি থাকা কর্ত্তব্য। আবার স্ত্রী স্বামীর গৃহলক্ষ্মী। তাহার প্রতি স্বামীরও স্নেহ থাকা প্রয়োজন। স্বামীর স্নেহে এবং স্ত্রীর ভক্তিতে পরিবারের সুখ। সুতরাং আজীবন স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হওয়া কর্ত্তব্য এবং স্বামীর সেই অনুগতা স্ত্রীর সম্মান করা কর্ত্তব্য। পতিপত্নীর এই পবিত্র সম্বন্ধ পরিণয় সম্ভূত। সেই সম্বন্ধের উপর পরিবার স্থাপিত, সমাজ স্থাপিত এবং বিশ্বরাজের সাম্রাজ্য স্থাপিত।

উদ্বাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যুবক যুবতী পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকিতে বাধ্য। পরস্পর পরস্পরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সতত লক্ষ্য রাখিবেন, স্ত্রী স্বামীর ছায়ারূপিণী। সর্ব্বদা তাঁহার সহগামিনী হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবেন। এই ভূমণ্ডলের সকল জাতির মধ্যে এবং সকল ধর্ম্মে স্ত্রীকে স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী করিয়া রাখিয়াছে। স্বামী গৃহের কর্ত্তা। কাজেই স্ত্রীকে তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হওয়া প্রয়োজন। তদ্বিপরীতে পরিবার বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব নাই, সে পরিবারে সুখ

নাই, শান্তি নাই, মঙ্গল নাই, সংসার শ্মশান। এই সংসাররূপ রঙ্গভূমে নারীই প্রধান অভিনেত্রী। তাঁহার অভিনীত কার্য্য কলাপের ফলে পরিবারিক সুখ দুঃখ। তাঁহার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলে, নিজের সুখ, স্বামীর উৎসাহ, সন্তানসন্ততির প্রফুল্লতা এবং আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে আনন্দ উদ্ভাসিত হয়। যদি অভিনয়ের কোনরূপে অঙ্গ ভঙ্গ হইল, তবে চারিদিকে অসন্তোষের রোল উঠিল, বিষাদে মন পুড়িতে লাগিল। নিজেও বিষাদিনী হইলেন, আত্মীয়বর্গকেও বিষাদ সমুদ্রে ডুবাইলেন। তিনি তখন শক্তিরূপিণী না হইয়া সর্ব্ব-সংহারিণীরূপ ধারণ করিলেন।

পরিণয়ে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ আজীবন। একের জীবিতকালে অপরের অন্য স্ত্রী বা পুরুষের সংসর্গ নিষিদ্ধ, সতীত্ব বিধির বিসম্বাদী ও ঐশ্বরিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। পরস্পরের ঐকান্তিকী অনুরক্তি পরিণয় বিধির মূল। পরিণীত হইলেই সেই অনুরক্তি দৃঢ়ীভূত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরিণয় কালে এই কর্ত্তব্য সাধনে শপথ করিয়া প্রবৃত্ত হইতে হয়। তাহা ভঙ্গ করিলে দ্বিবিধ দোষ। সতীত্ব বিধির উল্লঙ্ঘন এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ। ঈশ্বরের আদিষ্ট চুক্তি ভঙ্গে পাপ। দম্পতির স্নেহের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। পুত্র কন্যা বা অপর আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহের অনুরূপ নহে। তাহা অপেক্ষা গাঢ়তর হওয়া উচিত। স্ত্রীপুরুষে এক অঙ্গ, এক মন, এক প্রাণ হইতে হইবে। তাহা না হইলে পরিণীত জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইবার আশা নাই। পবিত্র জীবনে, সানন্দ মনে, দিন কাটাইবার প্রত্যাশা নাই। চির-কালব্যাপী মনোমালিন্য পরিণয় সম্বন্ধ বিরোধী কার্য্যের অবশ্য-ম্ভাবী ফল। তখন শোকে জর্জ্জরিত হইলে, তাহা অপনয়নের চেষ্টা

জন্মিবে ; হয়ত সে চেষ্টায় মদ্যপান প্রভৃতি কত কুক্রিয়ান্বিত হইয়া অপ্রতিহার্য্য রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে। যদি সৌভাগ্যবশতঃ তাহা না ঘটিল, কত কাল ধরিয়া সেই দারুণ যন্ত্রণানল তুষানলের ন্যায় হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকিল। রাগদ্বেষে জ্ঞান হারাইয়া কত ভীষণ অপরাধে অপরাধী হইয়া কারারুদ্ধ বা প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। পবিত্র মানব জীবন অপবিত্রতাপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইবে।

পরিণয় চুক্তিমূলক। বিবাহিত হইলেই, যুবক যুবতী একটী সমাজভিত্তি রোপণ করিলেন। তখন উভয়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধন জন্য উভয়ের কতকটা ত্যাগ স্বীকার করা কর্ত্তব্য হইবে। সমাজবদ্ধ হইলে ব্যক্তি বিশেষে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন না। যাহা উভয়ের সুখকর হয়, এইরূপ আচরণ অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা না হইলে সমাজ রক্ষা হইতে পারে না। স্ত্রীপুরুষের সংযোগ বিয়োগ হইয়া যাইবে। তবে একের মন সন্তোষ জন্য অপরে কোন ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন। হিতাহিত জ্ঞান এবং ধর্ম্মজ্ঞান এক ব্যক্তির সুখের বা মনস্তুষ্টির জন্য দাম্পত্য সম্বন্ধের পাবে বলি দিতে বাধ্য নহেন। কর্ত্তব্য সাধনে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে কেহ বিরোধী হইতে পারিবেন না। তদ্ব্যতীত স্ত্রী পুরুষের পক্ষে এরূপ আচরণ নিষিদ্ধ, যাহাতে পরস্পরের স্নেহের এবং অনুরাগের হ্রাস হয়। পরস্পরের স্নেহ ও অনুরাগ দাম্পত্য সম্বন্ধের ভিত্তি। তাহার এক কোণ খসিলেই সমস্ত অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইবে। অন্য কোণ অবলম্বনে তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না।

পরিণীত নরনারী পরস্পরের সাহায্য করিতে বাধ্য। পরিবারের অভাব পুরণ করা স্বামীর কর্ত্তব্য। গৃহ কার্য্যের ভার স্ত্রীর উপর ন্যস্ত। স্বামী বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিবেন। স্ত্রী গৃহাভ্যান্তরে থাকিয়া স্বামীর ক্লান্তি দূর করিয়া নীরস জীবনে রস সঞ্চার করিবেন। পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র অন্তঃপুর বেষ্টিত প্রাচীরের বহির্ভাগে, স্ত্রীর কার্য্যক্ষেত্র তাহার অভ্যন্তরে। কর্ত্তব্যপালনে উভয়ই বাধ্য। পরিণয় মিলনে তাহাতে উভয়েই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাহাতে বিমুখ হইলে ধর্ম্মে পতিত। পুরুষ পরিবারের অধ্যক্ষতা পদ গ্রহণ করিয়া তাহার কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হইলে তাহাতে প্রত্যবায়—তাহাতে লোকনিন্দা। একজন অপারক হইলে, অপরের শীরে সমস্ত কর্ত্তব্য ন্যস্ত হইবে। পরিণয়ের পূর্ব্বে সে সকল কর্ত্তব্য পালনে উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

পরস্পরের মত ভেদ সম্ভাবনা হইলে স্বামীর যুক্তিসঙ্গত উপদেশ শ্রেষ্ঠ। তাহা স্ত্রীর অবাধে প্রতিপাল্য। নির্দ্দয়, অন্যায় এবং নিদারুণ ব্যবহার উভয়ের পক্ষেই অসঙ্গত এবং পরিহার্য্য। স্বামী প্রধান বলিয়া অন্যায় অব্যবহারে তাহার স্বত্ব নাই। মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। পরিণয় মিলনের পর নিয়ত বিবাদ বিসম্বাদ অত্যন্ত ক্লেশকর। সুতরাং স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞাধীন হওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে সে ক্লেশের আশঙ্কা নাই। পতিরতা সুখকর ও গৌরব বর্দ্ধক। স্বামীর কর্ত্তৃত্বে স্ত্রীর গৌরবের থর্ব্বতা নাই। বরং সে কর্ত্তৃত্ব স্বীকার স্ত্রীর একটী স্বতন্ত্র গুণের পরিচয়। একের বা অপরের কর্ত্তৃত্ব পরিচালনে মনের ও গুণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে না। তাহা আপনাদের বা আপনাদের

রক্ত সম্ভূত সন্তানসন্ততির মঙ্গল উদ্দেশে সহবাসের সুখ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ।

হিন্দুশাস্ত্রে এবং অপর অপর সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে পতি-ভক্তি, সতীত্ব রক্ষা এবং পত্নীর প্রতি পতির কর্ত্তব্য বিষয়ে অনেক উপদেশ আছে। বিবাহ কেবল সমাজ রক্ষার জন্য একান্ত প্রযোজনীয় নহে। ধর্ম্ম শাস্ত্রেও তাহার বিশেষ সম্মাননা করিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রমাণ জন্য কোন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত ঋষিবাক্য গুলি উদ্ধৃত করিলাম—

"অন্যোহন্যস্যা ব্যভিচারো ভবেদামরণান্তি
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রী পুংসয়ো পরঃ।

অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষে মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহার প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবে না; সংক্ষেপে এই পরম ধর্ম্ম জানিবে। ১॥"

"তথা নিত্যং যথেযাতং স্ত্রীপুংসৌতু কৃতক্রিয়ৌ।
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তা বিতরে তরং"॥

অর্থাৎ স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে কেহ কাহার প্রতি ব্যভিচার না করেন, এমন যত্ন তাঁহারা সর্ব্বদা করিবেন। ২॥"

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিতং কল্যাণং তত্র বৈধ্রুবং।

অর্থাৎ যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিশ্চিত কল্যাণ।৩॥"

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা, সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্য কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতি দেশানুবর্ত্তিনী॥

অর্থাৎ সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী, এবং সেই ভার্য্যা যাহার মন, বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ, আর যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী। ৪ ॥"

"ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহ কার্য্যেসু দক্ষয়া।

অর্থাৎ ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিত কর্ম্ম সাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহকার্য্যে সুদক্ষ হইবেন। ৫ ॥"

"ন কেনচিৎ বিবাদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী।
ন চাতিব্যয়শীলা স্যাৎ ন ধর্ম্মার্থ বিরোধিনী।

অর্থাৎ কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহুভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না, এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না। ৬ ॥"

"যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা।

অর্থাৎ যে স্ত্রী যাদৃগ্ গুণবিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধিপূর্ব্বক সংযুক্ত হয়, সে স্ত্রী তাদৃগ্ গুণই প্রাপ্ত হয়, যেমন নদীর জল স্বাদু হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে লবণাক্ত হয়। ৭ ॥"

স্বামী স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রেই ভূরি ভূরি উপদেশ পাওয়া যায়। তাহার সারমর্ম্ম এই যে, পরস্পরে সতীত্ব বিধিব অনুমোদিত কর্ত্তব্য সাধনে সর্ব্বদা তৎপর থাকিবে। স্বামী আপন প্রাণ-প্রতিমা ভার্য্যাকে রক্ষা করিবেন, তাঁহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধন করিবেন। ভার্য্যা তাহার আদেশ পালন করিয়া ভর্ত্তার মনস্তুষ্টি করিবেন।

পৌরাণিক ঋষিগণ দাম্পত্য প্রণয়ের পবিত্রভাব সুদৃঢ় করিবার জন্যও ক্ষান্ত থাকেন নাই। নলের জীবনপ্রদায়িনী দময়ন্তীর, রামের হৃদয়তোষিণী সীমন্তিনী সীতার, সত্যবান প্রিয়া সাবিত্রীর, হরমোহিনী সতীর এবং পাণ্ডব বধূ দ্রৌপদীর সুললিত সারগর্ভ এবং নীতিপূর্ণ আখ্যায়িকা রচনা করিয়া সতীত্ব বিধির অসামান্য উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। সমাজ নীতির এবং ধর্ম্ম জীবনের জীবন সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। স্বাধ্বী স্ত্রী কর্ত্তব্য পালনে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন না, তাহা সুচারুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

বাইবেলেও ভর্ত্তা ও ভার্য্যার কর্ত্তব্য বিষয়ে বহুতর উপদেশ পাওয়া যায়। তাহার একটী উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তাহা সকল উপদেশের সারসংগ্রহ।—"হে রমণীগণ! তোমরা তোমাদের স্বামীর অধীনতা স্বীকার কর; কেননা যদি কেহ ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশে কর্ণপাত না করেন, তথাচ তোমাদের পবিত্র প্রসঙ্গ সাদরে শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইবেন, সে উপদেশ উপেক্ষা করিলেও তোমাদের সাধু আলাপনে বিশ্বাস করিবে। কেশপাশ বন্ধন এবং স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইও না। জরামরণ বিবর্জ্জিত, জগতস্রষ্ঠার সমাদৃত পবিত্র শান্তিপূর্ণ ভক্ত হৃদয়ের মানসিকভাব তোমাদের শোভার সামগ্রী হউক। হে স্বামিগণ! তোমরা তোমাদিগের স্ত্রীগণকে তোমাদের অপেক্ষা দুর্ব্বল জানিয়া তাহাদের সহিত সহবাস করিও, জীবনের সুখের ভাগী জানিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করিও।"

এই দুঃখময় সংসারে পতি পত্নীর বিশুদ্ধ প্রেম একমাত্র

সান্ত্বনার স্থল। কিন্তু দুর্ব্বল পতনশীল মানব অবিমৃষ্যকারিতা বশতঃ সে স্বর্গীয় সুধার রসাস্বাদন করিতে জানে না। অবহেলায় বা মত্ততায় সে সুমধুর সুনির্ম্মল সুধারসের পাত্রে তীব্র বিষ ঢালিয়া দেন। তীব্ররস বিবর্জ্জিত করিয়া বিশুদ্ধ প্রণয় রস আস্বাদন ভাগ্যে ঘটে না। বিশুদ্ধ প্রণয় সৎগুণের ধাত্রী স্বরূপা। তাহার স্নেহালিঙ্গনে স্বর্গপ্রসূত ধর্ম্মের বিকাশ। প্রণয়-প্রহৃষ্ট হৃদয় দেবতার আলয়—স্বর্গ সুখের সোপান। সে প্রণয়ে বিরত হইয়া বিলাস ভবনে বিলাসিনীর ক্ষণিক হাসা মুখ দেখিবার লালসায়, তাহার সঞ্চল করকমল স্পর্শাকাঙ্ক্ষায় বিষমিশ্রিত ললিত প্রসঙ্গ শ্রবণ কামনায়—তাহার কপটতাপূর্ণ নয়ন পথে পতিত হইবার আগ্রহতায়—কত শত লোকে যশোমান মর্য্যাদার ডালি তাহার পদে অঞ্জলি দিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে ছেন, জরাজীর্ণ হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথাচ মানবের ভ্রান্ত হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হয় না।

—:০:—

অষ্টম প্রস্তাব।

পিতামাতার সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য।

মানব হৃদয়ে যে সকল সৎগুণ নিহিত হইয়াছে, অপত্যস্নেহ তাহার একটী। মানবের কর্ত্তব্যশ্রেণীর মধ্যে সন্তান প্রতিপালনে মহত্ত্ব নিতান্ত কম নহে। সন্তান প্রতিপালন ঐশ্বরিক নিয়মানুগত, আবশ্য করণীয়। তাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে। সে কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে জগৎস্রষ্টার প্রতিপালনের বিঘ্ন ঘটিবে।

যে দয়াদাক্ষিণ্য মানবের স্বীয় বাসগৃহের প্রাচীর মধ্যে পবিচালিত, তাহা বিশোধিত স্বার্থপরতা বলিয়া অনেকে পরিগণিত করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। মনুষ্যের আপন গৃহই দয়াদাক্ষিণ্যের বীজবপনের স্থান। সেইখানে তাহার প্রথম উৎপত্তি। সেইখান হইতেই তাহার বিস্তৃতি। নিষ্ঠুর গৃহস্বামী কখন সহৃদয় প্রতিবাসী হইতে পারেন না। হৃদয়স্থিত সৎগুণের বিকাশ প্রথমেই স্বীয় বাসগৃহের অভ্যন্তরে। গৃহীর সন্তান পালন সুতরাং জীবনের একটী মহৎ কার্য্য। তাহার ফলোদায়িকতা এবং আবশ্যকীয়তা অন্য কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে কোন ক্রমে ন্যূন নহে। যে কার্য্যের ফল ঐকান্তিক সুখ, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই সৎকার্য্য। যে কর্ত্তব্যসাধনে জগতের উপকার, তাহাই কর্ত্তব্য। পরিবারস্থ সুখে গৃহস্বামীর সুখ, তাহাদের ক্লেশে তাঁহার ক্লেশ। পারিবারিক সুখের বিঘ্ন ঘটিলে

মনুষ্যকে যতদূর অভিভূত করে। সংসারে আর কিছুতেই তাহা পারে না। মনুষ্য নিজের এবং সন্তানসন্ততির সুখান্বেষণে রত থাকিলে সাংসারিক কার্য্যপ্রণালী যত সুচারুরূপে ও সহজে সম্পাদিত হয়, এত আর কিছুতেই নহে। গৃহে বিশৃঙ্খল ঘটিলে, সমস্তই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। আপনার সুখে একেবারে বিরত হইয়া, পারিবারিক সুখ তাচ্ছিল্য করিয়া, অপরিমিত অন্যায্য হিতচিকীর্ষু হইয়া, পরোপকার ব্রত অবলম্বন করিলেও তাহা কখনই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। সন্তান জনক-জননীর রক্ত সম্ভূত। তাহাদের সুখ দুঃখ জনকজননীর সুখ এবং দুঃখ। তাহারা আপন সুখ দুঃখ তাচ্ছিল্য করিয়া অপত্যস্নেহের অনিবার্য্য আবেগে তাহা বিস্মৃত হন। প্রাণাধিক সন্তানের ম্লান মুখ দেখিলে হৃদয় একেবারে বিগলিত হয়। স্বীয় সুখান্বেষণে যেরূপ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন, সন্তানের জন্য তাহা অপেক্ষা বেশী করিয়া থাকেন। পুত্রকন্যার সুখ বৃদ্ধি এবং দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে করেন না। নিজের হৃদয়াবেগের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের মনস্তুষ্টি এবং শান্তির আশয়ে তাহাতে প্রবৃত্ত হন। সন্তানের অভ্যুদয়ে আপনার অভ্যুদয়—সন্তানের বিপদে নিজের বিপদ মনে করিয়া থাকেন।

কিন্তু অপত্যস্নেহেব সীমা আছে। ইহাকে এত প্রবল হইতে দেওয়া উচিত না, যাহাতে অন্য অন্য বৃত্তিব স্ফূর্ত্তির প্রতিরোধী হয়। অপত্যস্নেহের সম্প্রসারণ-শক্তি অত্যন্ত বেশী। তাহার নিয়মিত এবং সামঞ্জস্যরূপে অনুশীলন না করিলে জনক-জননীর নিজের ক্ষতি, অপত্যগণের ক্ষতি এবং পক্ষান্তরে

সমাজের ক্ষতি। অপত্যস্নেহ একটী কার্য্যকারিণী বৃত্তি। এই বৃত্তি মানবহৃদয়ে নিহিত করিয়া জগৎস্রষ্টা প্রজা রক্ষার, সমাজ রক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহার অতিশয় এবং অনুপযুক্ত অনুশীলনে সে উদ্দেশ্য সংসাধিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভব। আমাদের কোন বৃত্তির এককালীন সংযম অর্থাৎ ধ্বংশ যেমন অধর্ম্ম। আবার তাহার অতিরিক্ত সম্প্রাসরণও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। তাহাতে বালক বালিকার উন্নতি সংসাধিত না হইয়া অবনতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার যেরূপ অনিষ্টকর এবং অন্ধভালবাসাও তাদৃশ শোচনীয়। আপন সন্তানসন্ততির অপরিমিত সুখ সাধন চেষ্টায়, অপর বৃত্তি নিচয়ের হ্রাস বা এককালীন ধ্বংস। সাধারণ হিতচিকীর্ষা বৃত্তির তেজহীন। তাহাতে আবার সুকুমার মতি বালকবালিকার দৈহিক সুখের, এবং বিলাস বাসনার দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেওয়া হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা কুক্রিয়াসম্ভূত আমোদ প্রমোদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অন্যায় আদরে তাহাদের স্বাস্থ্যের হানি, অকাল মৃত্যু এবং মনের অবনতি হইতে থাকে। রসনা তৃপ্তিকর দ্রব্যের প্রতি ইচ্ছা হইলে, মৃত্যুশয্যাশায়িত সন্তানকে স্নেহময়ী মাতা তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না। তাহার শেষ ফল, স্নেহে অবিভূত হইয়া, একবারও ভাবিবেন না। বিলাসীর বিলাসিতা প্রতিপোষণ করিবে। তাহার যে কি কুফল, তাহা মনে স্থান দিবেন না। কুক্রিয়াসক্ত পুত্রের কুক্রিয়া পরিপুষ্টার্থে অপরিমিত অনুরক্তা জননী গাত্রালঙ্কার পর্য্যন্ত গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া দিতে কিঞ্চিন্মমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

স্বাস্থ্যরক্ষার বা শিক্ষার প্রতিরোধী কার্য্যেও উদাসীনভাব প্রকাশ করিবেন। আপন সন্তানসন্ততির সুখকামনার আতিশর্য্য জন্য পরোপকার ব্রতে বিমুখ ব্যক্তি, আমাদের হৃদয়ের ভক্তির আসন বড় গ্রহণ করিতে পারেন না। তথাচ তাঁহাকে নিষ্ঠুর ভাবিয়া ঘৃণা করিতে পারি না। কিন্তু আপন সন্তানসন্ততির প্রতি অকারণে এবং অন্যায়রূপে নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাঁহাকে অত্যন্ত হেয় বলিয়া মনে হয়। সন্তানের প্রতি যত্নের এবং স্নেহের এককালীন অভাবের ফল অত্যন্ত শোচনীয়। তাহা কেবল অপত্যস্নেহের অভাব ব্যঞ্জক নহে। তাহাতে অপত্য-স্নেহের মূল তত্ত্বের মূলের অভাব প্রকাশ করে। সমাজনীতির ও ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ এবং মানব প্রকৃতির বিকার। অপত্য স্নেহ স্বাভাবিক সংস্কার। ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত। ইহার বিকাশ আপনা হইতে। ইহার অভাব দেখিলে মনুষ্যকে মানব-প্রকৃতিস্থ বলিয়া মনে লয় না। শিষ্টাচারাননুমোদিত, সুতরাং ঘৃণেয়।

জনকজননীর সন্তানপালন কার্য্য কর্ত্তব্য-জ্ঞানাধীনও বটে। কর্ত্তব্যজ্ঞান অপত্যস্নেহের পুষ্টিকারী এবং উত্তেজক। মানব-জীবনে সহজে স্নেহ যাদৃশ কার্য্যকরী, কর্ত্তব্যজ্ঞানও তাদৃশ প্রয়োজনীয়। উভয়ে উভয়ের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও সেবা শুশ্রূষা, সন্তানসন্ততির পিতামাতার দয়া, মমতা; ছায়ার ন্যায় অনুগতা পত্নির পতি সেবা এবং শ্বশ্রূজনের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং প্রতিবেশীমণ্ডলীর প্রতি সৎব্যবহার, স্নেহ এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্মিলিত হইয়া সম্পাদন করিতেছে। স্নেহ স্বভাবতঃই এই সকল কার্য্যে লওয়াইতেছে, কর্ত্তব্যজ্ঞান পরে যোগ দিয়া তাহার

বেগ আরও প্রবল করিতেছে। স্নেহের বেগের সামঞ্জস্য করিতেছে। কর্ত্তব্যজ্ঞান তাড়িত হইয়া মনুষ্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, বিপদাশঙ্কা না করিয়া, স্বীয় আরাম, বিশ্রামে জলাঞ্জলি দিয়া, স্নেহের-পুতুলী সন্তানের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদানেব চেষ্টা করিতেছেন। অনূঢ়াবস্থা-সুলভ আমোদ প্রমোদ বিরত হইয়া তাহাদের সুখস্বাস্থ্যবর্দ্ধনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

সামাজিক এবং প্রাকৃতিক নিয়ম পালনে মনুষ্যের যে কত সুখ শান্তি, তাহা পরিণয়-সংস্কারে এবং পরিণয় সম্ভূত কর্ত্তব্যানু-শীলনে প্রতিপন্ন করিতেছে। পরিণয়-সংস্কারের সংস্কার সমাজ বন্ধন দৃঢ়ীভূত করিয়া উন্নতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। সমা-জের মঙ্গল উদ্দেশে ব্যক্তি বিশেষের সুখের ও বিলাসের ইচ্ছা বলিদান করা উচিত। আত্ম-সংযম, আত্ম-শাসন সে বলিদানেব উপযুক্ত খড়্গ।

পুত্র কলত্র প্রভৃতি রচিত পরিবার একটী ক্ষুদ্র সমাজ, সেই সমাজ, সে খড়্গ তীক্ষ্ণকারী শান প্রস্তর। স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরি-বারবর্গ আমাদের আত্ম-সংযমের এবং আত্ম-শাসনের প্রধান শিক্ষা গুরু। বয়োধিক্যজনিত বহুদর্শী এবং স্বভাবসিদ্ধ-স্নেহ প্রণো-দিত জনকজননীর শাসনে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি। সন্তান সহজ সংস্কারে পিতামাতার আজ্ঞাবহ। সেই আজ্ঞানুবর্ত্তিতার ফল বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান শিক্ষা। সেই শিক্ষার ফল, সমাজবিধি উল্লঙ্ঘনের অনিচ্ছা এবং আশঙ্কা। জনক জননীর শাসনের শিথিলতায় সামাজিক নিয়মের বিপর্য্যয, সমা-জের অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলতা অপরিহার্য্য।

পুস্তক অপেক্ষা দৃষ্টান্তে শিক্ষা বহুল পরিমাণে কার্য্যকরী। পরিণয়-সংস্কার আবার মানব প্রকৃতির একটী প্রধান সংস্কারক। পরিণয়-সংস্কার সমাজের অসীম উপকারক। পরিণয়ের ভিত্তি-ভূমি প্রণয়। প্রণয়ের পদে একে অপরের সুখ স্বাস্থ্য অঞ্জলি দিতে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুণ্ণ নহেন। পতিপত্নী প্রণয়ে প্রণোদিত হইয়া পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে রত থাকিলে, সন্তান সুশিক্ষিত। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত বশবর্ত্তী হইয়া সন্তানগণ নিঃস্বার্থ এবং ত্যাগস্বীকারে রত। মনে সদানন্দ। আবার তাহারা জনক জননীর আসন গ্রহণ করিলে, সেই শুভকরী দৃষ্টান্ত আপন আপন মনোমুকুরে প্রতিফলিত দেখিয়া, কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান্ হইবে। এইরূপে ধারাবাহিক স্নেহ, নিঃস্বার্থ এবং আত্ম-শাসন এক স্রোতে মিলিত হইয়া অপ্রতিহত বেগে চলিতে থাকিবে। সুশীল-সন্তান ভক্তি-ভাজন স্নেহময়ী মাতাকে পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দেখিয়া, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা হেয় জ্ঞান না করিয়া, একটী অমূল্য রত্ন জ্ঞানে গ্রহণ করিবে।

জনক জননীর সঙ্গে পুত্রকন্যার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ অপরিহার্য্য জগৎস্রষ্টার নিয়ম-সম্ভূত। পিতা মাতার শাসনের অধিকার, পুত্রকন্যার শাসনাধীন থাকা কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধানুযায়ী কার্য্য আমাদের প্রকৃতিগত। ইহা আমাদের কর্ত্তব্য তালিকার শীর্ষদেশীয়। জনকজননীর শ্রেষ্ঠত্ব সন্তানের স্বীকার্য্য। এ সম্বন্ধ কার্য্যকারিতা প্রসূত নহে। আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ইহা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। স্বীয় স্বার্থসাধনে বা অন্য কোন অযথা উদ্দেশ্য সাধনে জনকজননীর এই শাসন পরিচালনা করা কর্ত্তব্য নহে। কেবল অপত্যস্নেহে প্রণোদিত হইয়া

সন্তানের মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের কার্য্য সাধনে এই শাসনের পরিচালনা কর্ত্তব্য। জনক জননীর সঙ্গে পুত্র কন্যার সম্বন্ধ জগৎপাতার অধিষ্ঠিত। সে সম্বন্ধ উচিত কর্ত্তব্য পালনে উভয় পক্ষ স্বতন্ত্ররূপে বাধ্য। এক পক্ষের কর্ত্তব্যকার্য্যের ক্রটিতে অপর পক্ষের দায়িত্ব বিনষ্ট হয় না। সন্তান অবাধ্য হইলে জনক জননী তাহার মঙ্গল সাধনে, তাহার প্রতিপালনে বা শিক্ষা দানে ক্ষান্ত হইবেন না। কি পিতামাতা অবিমৃষ্যকারী হইলে সন্তান তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা বা অসম্মান করিবে না। যাহাতে সন্তানের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল হয়, জনকজননী তদনুরূপ শিক্ষা দিবেন, তদনুরূপ প্রতিপালন করিবেন।

জনক জননীর শিশু সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য দ্বিবিধ। রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষা দান। সদ্য প্রসূত শিশু নিরাশ্রয়। তাহার-আশ্রয় দাতার প্রযোজন। অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। তাহা জনকজননীর কর্ত্তব্য। সন্তানের জন্ম দিয়া তাহাকে নিরাশ্রয়াবস্থায় পরিত্যাগ করিতে পারেন না - তাঁহাদের কার্য্যের জন্য অপরে দায়ী হইবে না। জগৎস্রষ্টা শিশু সন্তান পালনের ভার জনক জননীর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন; অপত্যস্নেহের সৃজনে তাহার প্রমাণ। শিশুসন্তান অকালে কাল-গ্রাসে পতিত না হয়, শৃগাল. কুকুরের ভোগ্য বস্তু না হয়, সেই জন্য জনকজননীর উপর রক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে মাতার স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া দিয়াছেন। সন্তান জন্মিলে পাছে অনাদর করেন, সেই জন্য জনকজননীর হৃদয়ে অপত্যস্নেহ নিহিত করিয়া দিয়াছেন। সন্তানের মুখশ্রী অবলোকন করিবামাত্র সে স্নেহের

সম্পূর্ণ বিকাশ। তাহার প্রতিরোধ অসাধ্য, সেই স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া জনকজননীর সর্ব্ব সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সন্তান প্রতিপালন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন। সন্তান কামনা মানব হৃদয়ে সহজ সংস্কার। কি ধনী, কি দরিদ্র সন্তানের জন্য লালায়িত। আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আমোদ প্রমোদ বর্জ্জিত হইয়া কেন এ লালসা? ইচ্ছা করিয়া কেন কষ্ট পরিগ্রহ? সেই চক্রী বিশ্বরচয়িতার চক্রের ফল। তাঁহার জাগতিক নিয়ম পরিচালনের কৌশল। এই কৌশলে মানবজাতি প্রতিপালিত হইতেছে, সে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা নাই, করিলে অশেষ ক্লেশ; তাঁহার নিয়ম ভঙ্গে পাপের সঞ্চার।

শিশুপালন ঈশ্বরের নিয়ম। পিতামাতাব অবশ্য করণীয়। সন্তানকে নিরাশ্রয়ে পরিত্যাগ করা মহাপাপ। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের ত্রুটী এবং জীবহত্যার অপরাধ। মিতব্যয়িতা এবং পরিশ্রম দ্বারা নিরাশ্রয় শিশুর ভরণপোষণের সম্বল করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যদি জনকজননীর মৃত্যু হইল, তাহাদের কষ্টের পরিসীমা রহিল না। আপনাদের অবস্থানুসারে তাহাদের প্রতিপালন করিবে। ধনাঢ্যব্যক্তির সন্তানকে নীচ প্রকৃতিস্থ এবং দারিদ্র সন্তানকে বিলাসী করা উচিত না। ধনাঢ্য সন্তান নীচাশয় হইলে পিতার মানমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না। অর্থের অযথার্থ ব্যবহার করিবে। দারিদ্র সন্তান নিষ্কর্ম্মা ও অলস হইলে, তাহার জীবনে কখন সুখ হইবে না। জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম হইয়া কেবল শোকে, দুঃখে এবং অসন্তোষে জীবন কাটাইতে হইবে।

" শিক্ষা দ্বিবিধ। শারীরিক এবং মানসিক।" শারীরিক বৃত্তিনিচয়ের উন্নতি, মানসিক বৃত্তির অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় নহে।

বরং সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শরীরের সুস্থতা এবং বলাধানের উপর মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ সম্পূর্ণ নির্ভর। শরীর সুস্থ না থাকিলে মন সুস্থ থাকে না। মনোবৃত্তির পরিচালনা সুচারুরূপে ঘটে না। যাঁহারা চিররোগী, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন, শারীরিক বৃত্তির উপেক্ষা করার ফল কি। অতএব জনকজননীর প্রথমে কর্ত্তব্য, শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এরূপ খাদ্য এবং এরূপ পরিমাণে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে তাহারা বলাধান হইয়া সুস্থকায় হয়। শারীরিক বৃত্তি সম্প্রসারণ উপযোগী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ব্যায়াম, অশ্বারোহণ অঙ্গ পরিচালক ক্রীড়া প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা তাহাদিগকে কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং পরিশ্রমশীলতা শিক্ষা দিবেন। এইরূপ শিক্ষার কার্য্য পিতামাতার দ্বারা সহজে সম্পাদিত হইতে পারে। যাহাতে রোগ জরাজীর্ণতা বা অকাল মৃত্যু সংঘটন সম্ভব, এরূপ কার্য্য করাইবেন না। অর্থ লালসায় শৈশব কালীন অপরিমিত পরিশ্রম করাইবেন না। রাত্র দিন আবদ্ধ রাখিয়া শরীরের ও মনের স্ফুর্ত্তিব হানি করিবেন না। তাহাতে শৈশবে বার্দ্ধক্যসম্ভূত দুর্ব্বলতা এবং নিস্তেজতা আসিয়া চির দুঃখী করিবে।

মানসিক শিক্ষা দ্বিবিধ। বুদ্ধি বৃত্তির স্ফুবণ এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সম্প্রসারণ। শিক্ষার উদ্দেশ্য যে, শিশু জীবনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া সমাজ উপযোগী হইতে পারেন; তাহার যোগ্য করিয়া দেওয়া। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়া শিশু সংসারে প্রবিষ্ট হয়। সেই সকল বৃত্তির উপযুক্ত স্ফুরণ করিয়া সামাজিক জীবের কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। মনুষ্য সামাজিক জীব, সে সমাজের সুখ বৃদ্ধি করা

তাহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, প্রধান উদ্দেশ্য। তাহা সংসাধিত করার উপর আত্মোন্নতি। তাহার চেষ্টা শৈশব কাল হইতে আরম্ভ না করিলে কৃতকার্য্য হইবার আশা বড় কম। শৈশবে শিথিলতা ঘটিলে, প্রৌঢ়ে তাহা অসম্ভব। বালক বালিকার চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময় বাল্যকাল। তখন পৃথিবীতে নূতন প্রবিষ্ট, শিক্ষার ইচ্ছা বলবতী। ক্রমে সে ইচ্ছার তেজের হ্রাস হইলে, তাহা আবার উত্তেজিত করা সহজ সাধ্য নহে। সংসার রূপ রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার জন্য শৈশবে প্রস্তুত না হইলে, প্রৌঢ়ে এবং বার্দ্ধক্যে জয়লাভ করিতে পারিবেন না। বরং পরাজয়ে কষ্টের শেষ থাকিবে না। যদি সুশিক্ষিত না হইল, জীবিকা উপার্জ্জনে অক্ষম হইবে; শেষে নানারূপ অযথা উপায়ে আহারান্বেষণের চেষ্টা করিবে। নিজেও কলুষিত জীবনে মনের কষ্টে কাল যাপন করিবে, সমাজেরও বিশৃঙ্খলা ঘটাইবে। সভ্যসমাজে শিল্প নৈপুণ্যের প্রয়োজন। বিনা অনুশীলনে সে নৈপুণ্যতা জন্মায় না। আবার অনুশীলন শিক্ষাধীন। অশিক্ষিত ব্যক্তি আপন জীবনভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া সমাজে বিপ্লবকারী। নিজে কার্য্যক্ষম না হইলে অপরের সাহার্য্যে নির্ভর করিতে হইবে বা পরধন অপহরণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হইবে। সমাজ রক্ষার ব্যাঘাত হইবে। হিংস্রক পশু পক্ষীর ন্যায় প্রতিবাসী মণ্ডলীর আশঙ্কার স্থল হইবে।

প্রসূত হইয়া শিশু সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। জ্ঞানার্জ্জন করা তখন তাহার স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং প্রয়োজন; পিতামাতার তখন কর্ত্তব্য—পুত্রকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। বুদ্ধি বৃত্তির উন্মেষিত

উপযোগী উপায় অবলম্বন করা। মানসিক বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। আলোচনাধীন। পিতামাতার একার্য্য করিতে অবসর থাকা অসম্ভব। অপর শিক্ষকের প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে আপনার আশাভরসার স্থল সন্তানকে ন্যস্ত করিবেন। শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে কি না, সর্ব্বদা তাহার অনুসন্ধান করিবেন। তাহাতে শিথিল-যত্ন হইলে প্রত্যবায় আছে। পিতামাতার নিজের কর্ত্তব্য—পুত্রের শিক্ষা দান করা। কিন্তু তাহা সকল স্থলে সম্ভব না হওয়ায় অপর শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু অপরের উপর সে কর্ত্তব্য অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। কোন বিষয়ে এবং কোন প্রণালীতে শিক্ষা দিলে অধ্যায়ন কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, তাহাতে তাঁহাদের মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। পিতা মাতার অবস্থানুসারে বালকবালিকার শিক্ষার প্রভেদ ঘটে। অর্থহীনের সন্তান পুস্তকগত বিদ্যা অভ্যাস করান সংঘটন হয না। তখন শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিয়া সামাজিক জীবের কর্ত্তব্য সাধনে উপযুক্ত করা কর্ত্তব্য। শৈশবেই তাহাদের পরিশ্রম কবিতে বাধ্য করিবে। পরিশ্রম শিক্ষার অধীন। শৈশবেই কোন না কোন উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে পরিশ্রমে অভ্যস্থ করাইবে। তাহা না করিলে শেষে বড় শোচনীয় ফল ফলিবে। শৈশবে আলস্যে এবং যদেচ্ছাচরণে সময় কাটাইলে পরে আর কার্য্যক্ষম হইবে না। শিশু সন্তান স্বভাবতঃ স্বাধীনতা প্রিয়। পিতামাতার শাসনে বড়ই কষ্ট মনে করে। স্বাধীনভাবে আপন মনে অনর্থক ক্রীড়ায় সময়াতিপাত করিয়া অপার আনন্দ। যদি প্রথম বয়সে তাহাকে

কোন উপযুক্ত কার্য্যে প্রয়োজিত করিয়া, সে স্বাধীনতাভাবের প্রতিরোধ না করা যায়, তবে সেই বাল্যস্বাধীনতা প্রৌঢ়ে পরাধীনতার কারণ হইয়া অনিষ্টকারী হইয়া দাঁড়ায়। তখন আর অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রমে বা কোন কার্য্যে অপ্রতিহত মন সংযোগ করিতে প্রাণ চাহিবে না। দারুণ যন্ত্রণা বোধ হইবে। একদিকে অন্ন চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত, অপরদিকে অর্থোপার্জ্জন জন্য কার্য্যে অপ্রতিহত অভিনিবেষের কষ্টে ক্লান্ত হইবে। তখন বিনা পরিশ্রমে কি উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন হয়, তাহার চেষ্টা বলবতী হইয়া উঠে ও তাহা নানা কুকার্য্যে প্রয়োজিত করে।

ধনাঢ্য ব্যক্তির আপন সন্তানকে আপন পদ ও অর্থোচিত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বিদ্যাশিক্ষার সময়ে নানারূপ আমোদ প্রমোদে এবং ক্রীড়া কৌতুকে রত থাকিলে বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত হইতে পারিবে না। কুক্রিয়াসক্ত হইয়া অন্যায্য কার্য্যে তাঁহার জীবন সঞ্চিত অর্থ উড়াইয়া দিবে। সমাজের উপকারী না হইয়া অপকারী হইবে। সম্পদশালী ব্যক্তির নিকট সমাজের দাবীদাওয়া অনেক। কুক্রিয়াসক্ত হইলে তাহা পুরণ করা দূরে থাকুক, সমাজের স্বত্ব বিধ্বংসকারী হইয়া দাঁড়াইবে। মধ্যবিত্ত লোকেরও কর্ত্তব্য, আপন সন্তানগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দানে উপযুক্ত ব্যবসায় প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া। অবস্থোচিত শিক্ষা দিয়া এবং ব্যবসায় দীক্ষিত করিয়া সমাজের উপযুক্ত পাত্র করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মধ্যবিত্ত লোকের প্রায় জীবিকা নির্ব্বাহের পথ আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতে হয়। সুতরাং জ্ঞান প্রসারিণী বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী ব্যবসাতেও উপযুক্ত মত শিক্ষিত করা সর্ব্বোতভাবে কর্ত্তব্য।

মানসিক শিক্ষার দ্বিতীয় ভাগ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিস্ফুট করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিস্ফুরণে সমাজ-বন্ধন। তাহার বিপর্য্যয়ে সমাজের বিশৃঙ্খলতা, সমাজের ধ্বংস। বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনে সমাজের উন্নতি এবং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সম্প্রসারণে সমাজ-বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়। রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি নিচয়ের সংযম করিয়া দয়াদাক্ষিণ্য ও ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উৎকর্ষ সাধন অতীব প্রয়োজনীয়। কেবল মদ্যপান এবং বেশ্যাসক্তি পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয় না। রাগ, দ্বেষ, হিংসা সমাজের অপেক্ষাকৃত অনিষ্টকরী। পিতামাতার কর্ত্তব্য—সন্তানের কুপ্রবৃত্তির মুলোচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করা। রাগ, দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, অসত্য-প্রিয়তা, অবিনয়তা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির কিঞ্চিন্মাত্র শিশুর স্বভাবে আভাস পাইলেই তাহা প্রতিরোধ করিবার যত্ন করা কর্ত্তব্য। শিশু হৃদয়ে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিহত আলোচনায় তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বেই তাহা প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। শিশু রোগগ্রস্থ হইলে রোগের প্রারম্ভেই তাহার প্রতিকার চেষ্টা আরম্ভ হয়। তাহা উপেক্ষা করিলে পিতামাতাও নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর বলিয়া সমাজে পরিগণিত হন। মানসিক রোগ প্রতিকারে বিমুখ হইলে তাঁহারা কেন নিন্দনীয় না হইবেন? মানসিক বিকার দৈহিক বিকার অপেক্ষা শতগুণ অনিষ্টকরী, আপনারা সদ্‌গুণের আধার হইয়া আপন সন্তানগণকে স্বীয় জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিবেন। পিতামাতার আচরণের উপর শিশুর চরিত্র গঠন অনেকটা নির্ভর করে। পিতামাতার অনুরূপ সন্তান

প্রায় শিষ্টাচারী বা অশিষ্টাচারী হইয়া থাকে। তখন সর্ব্ব-দোষ পরিবর্জ্জন করিয়া স্বচ্ছ-মুকুর স্বরূপে সন্তানের সম্মুখে দাঁড়ান কর্ত্তব্য। রাগ, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দোষবিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্রকন্যা সেই সকল দোষানুকরণ সহজে করে। দোষের অনুকরণ যত সহজ, গুণের অনুকরণ তত নহে। তামসিকগুণ আশু প্রীতিকর। তাহার প্রতি মন সহজে ধাবিত হয়। স্বীয় আত্মার উৎকর্ষ সাধন জন্য ঈশ্বরের প্রার্থনা যেমন প্রয়োজন, সন্তানের মঙ্গলকামনার জন্য তাহা সমতুল্য আগ্রহের সহিত করা কর্ত্তব্য। সুসন্তান কুলোজ্জ্বলকারী প্রদীপ।

সঙ্গগুণে শিশুসন্তানের চরিত্রের তারতম্য হয়। পিতামাতা তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। সন্তানের মনোরঞ্জনের বা অপরের মনোরঞ্জনের জন্য কুসঙ্গে তাহাদের মিলিতে দেওয়া উচিত নয়। তাহাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা না দেখাইলে তাঁহাদের হস্তস্থিত একটী মহৎ কর্ত্তব্যের ত্রুটি করা হইবে। এবিষয়ে পিতামাতাই কেবল জবাব-দায়ী। নীতিশিক্ষার সঙ্গে ঈশ্বরভক্তি এবং বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। জগৎস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁহার আদিষ্ট বিধির প্রতি আস্থা না থাকিলে নৈতিক কার্য্য সুচারুরূপে সংসাধিত হইতে পারে না। এটীও বাল্য-শিক্ষার প্রধান জিনিস। নাস্তিকতা সকল অনর্থের আকর। উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্তানের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি গঠিত করিয়া দেওয়া জগৎ-পতির জাগতিক নিয়মের আদিষ্ট বিধি। তাহা উল্লঙ্ঘনে ঐহিক ও পারত্রিক ক্লেশ।

পিতামাতা সকল সন্তানকে সমতুল্যরূপে আপন অর্থ বিভাগ করিয়া দিতে বাধ্য নহেন। যাহার যেরূপ অভাব, তাহাকে-

তদনুরূপ অর্থ প্রদান বিধি। শিক্ষিত এবং কার্য্যদক্ষ সন্তানকে সে পরিমাণে দেওয়া উচিত নহে, যে পরিমাণে অশিক্ষিত এবং অযোগ্য সন্তানকে দেওয়া কর্ত্তব্য। চিররোগী বা নিতান্ত শিশু সন্তানের জীবিকা সংস্থান সর্ব্বাগ্রে করা ন্যায়সঙ্গত। কন্যাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া পুত্রের জন্য চিন্তিত হওয়া বাৎসল্য বিধির বিকার। পুত্রকন্যাকে সমান চক্ষে দেখা উচিত। উভয়ের জন্মদাতা পিতামাতা। উভয়ের দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া সুখ বৃদ্ধি করা প্রকৃত সন্তান বৎসলতা। তবে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া পিতামাতার ভারের লাঘব। কিন্তু তাহা সংঘটন না হইলে পুত্রকন্যা মধ্যে সমতুল্য রূপ ধন বণ্ঠন করা উচিত। দরিদ্র কন্যা অন্নাভাবে পথের ভিখারিণী; পুত্র পৈতৃক ধনে উত্তম অট্টালিকায় বাস ও সুস্বাদু খাদ্যে রসনা তৃপ্ত করিতে-ছেন, এরূপ দৃশ্যে কাহার মনে ঘৃণার ও রাগের সঞ্চার না হয়?

সন্তান বয়োপ্রাপ্ত হইলে পিতামাতার ভরণ পোষণের কর্ত্তব্যতার পরিসমাপ্ত হইল। তখন আর তাঁহারা সন্তান প্রতি পালনে বাধ্য নহেন। তখন বার্দ্ধক্য ও জীর্ণতা হেতু কার্য্যে অপারক। বয়োপ্রাপ্ত সন্তানের তখন তাঁহাদের আর পীড়ন করা উচিত নহে। জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধ ও অধর্ম্ম। জগতের নিয়ম এই যে, যত দিন সন্তান আপনার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি পরিচালনে অক্ষম থাকিবে, তত দিন পিতামাতা তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে বাধ্য। এই উদ্দেশে কেবল পিতামাতার সৃষ্টি। এই উদ্দেশেই কেবল তাহাদের হৃদয়ে অপরিহার্য্য স্নেহবল প্রদত্ত হইয়াছে। সন্তান কুক্রিয়াসক্ত এবং পিতৃমাতৃ ভক্তি বিরত হইলে বাৎসল্যসম্ভূত কর্ত্তব্য পালনে তাঁহারা আর তত

বাধ্য নহেন। পিতামাতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিয়া, তাঁহাদের অবজ্ঞা করিয়া, জয়ী মনে করিলে,—তাঁহাদের সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা সন্তানের হইতে পারে না। অপরিমিত ব্যায়ী সন্তানের মনস্তুষ্টি করিতেও তাঁহারা বাধ্য নহেন। সন্তানের বয়োপ্রাপ্তিতে পিতামাতার যেরূপ কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি, তাহাদের পিতামাতার প্রতি অন্যায়াচরণে তাঁহাদের সাহায্য প্রত্যাশায় সেই রূপ হ্রাসপ্রাপ্তি।

নবম প্রস্তাব।

সন্তানের কর্ত্তব্য।

পিতামাতার স্বত্ব তাঁহাদের কর্ত্তব্য প্রসূত। যেখানে স্বত্ব, সেখানেই দায়ীত্ব। একের স্বত্ব রক্ষায়, অপরের দায়ীত্বের উদ্ভব। সন্তানকে সুশিক্ষিত করা, তাহাকে সদ্গুণে বিভূষিত করিয়া কার্য্যোপযোগী করা, এবং সুখ-সাধন ও উচিত সংস্থান করিয়া দেওয়া, যদি পিতামাতার কর্ত্তব্য হয়; তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে ভক্তি শ্রদ্ধা এবং স্নেহ পাইবার সম্পূর্ণ অধিকার পিতামাতার কেননা হইবে? এই স্বত্ব দায়ীত্ব স্বভাবসম্ভূত, সমাজ-স্থাপয়িতার সমাজপালনের প্রধান নিয়ম। সন্তানের উপর কর্ত্তৃত্বের অধিকার না থাকিলে তাহার সুশিক্ষা হয় না।

শৈশবাবস্থায় সন্তান পিতামাতার একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী। তখন

আপনার কার্য্যফল বুঝিতে পারে না। ইচ্ছানুরূপ আচরণে তাহার ভাবী অবনতি। তাহার মঙ্গল কামনায় পিতামাতা যে উপদেশ দিবেন এবং যেরূপ আচরণ করিতে বলিবেন, তাহা অবশ্য প্রতিপাল্য। অজ্ঞানসম্ভূত জেদের বশীভূত হইয়া তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা করিলে, পিতামাতার অসন্তোষ এবং তাঁহাদের সাহায্য প্রত্যাশা হ্রাস হইবে। সে অবস্থায় তাঁহাদের স্নেহযত্নে এবং সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর।

সন্তানের কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রধান চারিটী—আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, ভক্তি, স্নেহ এবং সেবাশুশ্রূষা। শিশুসন্তানের পিতামাতার আজ্ঞাবহ হইবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উপরে বলিয়াছি। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাঁহাদের যুক্তিসঙ্গত আজ্ঞাপালনে সন্তান বাধ্য। তাহাতে তাহার আশু এবং ভাবী মঙ্গল। তবে পিতামাতার সন্তানের জীবনের উপরে কোন স্বত্ব নাই। সন্তান বিক্রয় বা অন্যরূপে তাহাকে হস্তান্তর করার ক্ষমতা নাই। জগৎপাতা সকল জীবের একমাত্র স্বামী। আমরা তাঁহারই কেবল সম্পত্তি। পিতামাতা তাঁহার নিয়োজিত রক্ষক স্বরূপ। যেমন নাবালকের সম্পত্তির রক্ষকের বিষয় ও দেহ রক্ষা করা মাত্র কর্ত্তব্য; তাহা কোন প্রকারে অনিষ্ট করিবার অধিকার নাই। পিতামাতারও সন্তানপালনে সেই পর্য্যন্ত ক্ষমতা। সন্তান স্বয়ং কুক্রিয়া বা কুআচরণে রত হইলে তাহাকে প্রতি-রোধ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু পিতামাতা নিজে তাহাদিগকে সেরূপ কার্য্যে লওয়াইতে পারিবেন না। তখন সন্তান তাঁহাদের শাসনের প্রতিরোধ করিলে অবাধ্য

বলিয়া পরিগণিত হইবে না। সন্তানের মঙ্গল কামনায় তাঁহারা যে অজ্ঞা করিবেন, সন্তান তদনুরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য।

শিশুসন্তানের পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা একান্ত প্রয়োজন। বয়োপ্রাপ্ত সন্তানেরও যে, সে কর্ত্তব্য বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একেবারে পরিসমাপ্তি হয় এমত নহে। সন্তান যত কেন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান হউক না, পিতামাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা তাহার কর্ত্তব্য নহে। পিতামাতার কাছে বালকের সুলভ ব্যবহার সর্ব্বদা নয়ন তৃপ্তিকর, স্বভাবসিদ্ধ। তাহার অভাব অস্বাভাবিক, পিতামাতার কাছে সন্তান চিরবাধ্য। তাঁহাদের স্নেহ যত্ন অপরিশোধনীয়। যত দিন পিতামাতার সঙ্গে একত্রে বাস করিবে, তত দিন তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে। পিতামাতার সহিত এক পরিবারস্থ হইয়া বাস করিতে হইলে তাঁহাদিগের হস্তে পারিবারিক কার্য্য ন্যস্ত করা কর্ত্তব্য। তাহা পরিচালন জন্য যে সুব্যবস্থা করিবেন, তাহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। পরিবার প্রতিপালনে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। পিতার পরিবার মাতা, মাতার রক্ষণা বেক্ষণের ভার পিতার, এই কথা বলিয়া মাতাকে পরিত্যাগ করিবে না। এই মঙ্গল বিধি। হিন্দু পরিবার রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু শাস্ত্র কত প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে তাহার শিথিলতা দেখা যাইতেছে।

দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—পিতামাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা। পিতাপুত্রের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের। পিতামাতা সন্তান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা তাঁহারা আমাদের জন্মদাতা, আমাদের স্রষ্টার প্রতিনিধি স্বরূপ। এই সম্বন্ধ জগৎস্রষ্টার প্রতিষ্টিত। সে

সম্বন্ধোচিত আচরণে পরাঙ্মুখ হইলে, পাপ। শ্রেষ্ঠ পদস্থ ব্যক্তির প্রতি নিম্ন পদস্থের সম্মাননা করা যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে পিতামাতার প্রতি কেননা হইবে? শাস্ত্রে কথিত আছে—

"গুরুণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ।
মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা"॥

অর্থাৎ সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু। মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরু, পিতা আকাশ হইতেও উচ্চতর। সন্তান যত উচ্চপদস্থ হউন না কেন, যতদূর কৃতবিদ্য হইতে পারেন হউন না কেন, তত্রাচ ঈশ্বর প্রতিষ্টিত সম্বন্ধ উঠাইয়া দিতে পারেন না। সন্তান সর্ব্বদা পিতামাতাকে শ্রেষ্টজ্ঞানে সর্ব্বদা সম্মান করিবেন। তাঁহাদের সদুপদেশ পালনে এবং তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধনে রত থাকিবেন। পিতামাতার আজ্ঞাপালনে অবমাননা নাই বরং গৌরব আছে, সর্ব্বদা মনে করিবেন। প্রগাঢ় পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি-পরায়ণ, কুলপাবন সন্তান জগতে একটী অমূল্য রত্ন। তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার গৌরবের তুলনা নাই। সে কুলপাবন সন্তান সকল অবস্থায় সর্ব্বকালে আপন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হন না। বরং তা গৌরবের কার্য্য জানিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন।

তৃতীয় কর্ত্তব্য—পিতামাতার প্রতি স্নেহ। এ স্নেহও স্বভাব সিদ্ধ। এ স্নেহে স্বার্থের গন্ধ মাত্র নাই। স্বামী স্ত্রীর স্নেহ স্বার্থে সংস্থাপিত। কিন্তু পিতামাতার এবং সন্তানের স্নেহ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। সন্তানের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত কষ্ট স্নেহময়ী মাতার গলা ধরিয়া তাঁহার কোলে বসিলেই অন্তরিত হয়। পীড়ায় শয্যাশায়ী

হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, মাতা আসিয়া স্নেহালিঙ্গন দিলে জলন্তানলে শীতল বারি অভিসিঞ্চিত হইল। ধুলায় বিলুণ্ঠিত ক্রন্দনশালী সন্তান মাতার শীতল ক্রোড় স্পর্শ করিয়া স্তনপান করিলেন, তাহার ক্রন্দনের এবং দুঃখের শান্তি তৎক্ষণাৎ হইল। শেষে মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্র মেঘমুক্ত হইয়া সহাস্য বদনে সেই স্নেহ স্বরূপিনী জননীর সুখ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। জননীর সন্তানের দুঃখ শান্তিতে সহাস্য-আনন দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দ লহরী উঠিল। বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিয়া অপার তৃপ্তি লাভ করিতে থাকিলেন। এ স্নেহ আর কোথায় পাইবে? এস্নেহের উচ্ছাস আর কোন্ হৃদয়ে হইয়া থাকে? এস্নেহের বিকাশ দেখিয়া কোন মূঢ় সন্তানের স্নেহের উচ্ছ্বাস না হয়? সে স্নেহে কোন সন্তানের না মন বিগলিত হয়? এস্নেহেব তুলনা জগতে নাই। এই স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সুসন্তান পিতামাতাব দোষ গোপন করিতেছে, তাঁহাদের দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া সুখ বৃদ্ধি করিতেছে এবং তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহাদের প্রিয়কায্য সাধন করিতেছে। সেই স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তান আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের আজ্ঞাপালন ভার-বহ মনে না করিয়া, অপার আনন্দানুভব করিতেছে, আপন জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া কৃতার্থ মনে করিতেছে।

রোগে শোকে এবং বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতার সেবাশুশ্রূষা শেষ কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যে পিতৃমাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা। স্নেহ প্রকাশের একমাত্র সুযোগ। এই কর্ত্তব্যে জনকজননীব পরিশোধনীয় ঋণের কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুদ প্রদানের প্রয়াস। অসহায় শিশু রোগে বা ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া পিতামাতার

প্রসন্নমুখ প্রতীক্ষা করে। পিতামাতা বার্দ্ধক্য হেতু জরাজীর্ণ হইয়া আপনার স্নেহপালিত সন্তানের মুখ চাহিয়া থাকেন। শৈশবে জনকজননী ভিন্ন সন্তানের আশ্রয় নাই, বার্দ্ধক্যে তাঁহাদের সেই সন্তান একমাত্র অবলম্বন। অসহায় অবস্থায় রোগে, শোকে, বার্দ্ধক্যে পরমদেবতা সদৃশ্য জনকজননীকে পরিত্যাগ করা অপেক্ষা সন্তানের মূঢ়তা, অধার্ম্মিকতা আর কি হইতে পারে? সে সন্তানের মনুষ্যত্ব কোথায়? তাহার ধর্ম্ম কোথায়? যে সন্তান জনকজননীর কুৎসা গাহিয়া তাঁহাদিগকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া, আপন স্ত্রীপুত্র লইয়া আনন্দে কালযাপন করে? তাহাকে কে না ঘৃণা করে? মুদ্রিত চক্ষে ঈশ্বরের নাম লইলে সে সন্তানের প্রতি তিনি কখনই প্রসন্ন হন না।

আমাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার প্রতি ভক্তির এবং স্নেহের স্রোত আরও বেগবতী হইয়া থাকে। তখন নিঃস্বার্থ ভালবাসা এবং অধিকতর সম্মান দেখাইবার সুযোগ পাই। শৈশবে পিতামাতাকে খেলিবার সঙ্গী মনে করিয়া নানারূপ বাল্য-সুলভ ক্রীড়াকৌতুকে তাঁহাদের চিত্তরঞ্জন করি। তাঁহাদের প্রহার করিতে কি "তুই" বলিয়া সম্বোধন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের প্রতি সম্মানের ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়। তখন শ্রদ্ধা ভক্তির প্রকৃতভাব বুঝিয়া তাঁহাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিতে থাকি। তখন পিতা দেব, মাতা দেবী বলিয়া তাঁহাদের চরণ পূজা করি। তখন বাল্যসুলভ ব্যবহার অসম্মানসূচক জ্ঞানে মন তিরস্কার করিতে থাকে। তখন তাঁহারা জরাজীর্ণ, আত্মা রক্ষায় অক্ষম।

স্বভাবতঃ আমাদেব মুখ তাকাইতে থাকেন। আপন রক্ত-সম্ভূত, আপন স্নেহপালিত সন্তানের আশ্রয় ভিন্ন আর কোথায় যাইবেন? আর কে তাঁহাদের প্রতিপালনে বাধ্য এবং যত্নবান হইবে? সুসন্তান এই সকল কর্ত্তব্যপালনে কখন বিরত হইতে পারে না। কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি হইলে হৃদয়ে যন্ত্রণানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আপনাকে কাপুরুষ এবং নরাধম মনে করিয়া অনুতাপানলে হৃদয়কে দগ্ধ করিতে থাকে।

হিন্দু শাস্ত্রকার এবং পৌরাণিকগণও এবিষয় উপদেশ প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। পুরাণে ভূরি ভূরি আখ্যায়িকা রচনা করিয়া পিতৃমাতৃভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। রামায়ণে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের জীবন সুসন্তানেব আদর্শ স্বরূপ। পিতৃসত্য পালনার্থে বনগমনের ত কথাই নাই। আবার বনবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে সেই বন প্রেরণকারিণী নির্ম্মমা কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করিয়া গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হন নাই। মহাভারতে ও অপর অপর পুরাণে শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পুরুর জরাগ্রহণ, সুধন্বার তপ্ত তৈলে প্রবেশ, বৃষকেতুর জীবন দান, ভীমের রাক্ষসের বলিস্থানে গমন এবং পঞ্চ পাণ্ডবের দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ প্রভৃতি পৌরাণিক আখ্যায়িকা আমাদের জীবনের এই মহাব্রত উদ্‌যাপনের শিক্ষা দিতেছেন। ঋষিবাক্যেও তাহার প্রতিপোষণ করিতেছে।

"যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবেনৃণাং
ন তস্য নিষ্কৃতিঃশক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥

সন্তান হইলে পিতামাতার যে ক্লেশ, তাহা তিনি শত বর্ষেও পরিশোধ করিতে পারেন না।"

"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদাসর্ব্ব প্রযত্নতঃ ॥

অর্থাৎ গৃহীব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে সেবা করিবেন ॥"

"শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারীস্যাৎ সৎপুত্র কুলপাবনঃ ॥

যে পুত্র পিতামাতাকে মৃদুভাবে সম্বোধন করেন, তাঁহাদের প্রিয় কাজ সাধন করেন এবং তাঁহাদের আজ্ঞানুসারী হন, সে সৎকুলপাবন সৎপুত্র।"

বাইবেলেও পিতামাতার ভক্তি প্রণোদনকারী উপদেশের ছড়াছড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাতে যত উপদেশ আছে, এত আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থে নাই। নিম্নোদ্ধৃত উপদেশদ্বয়ের মধ্যে বোধ হয়, সমস্ত কথা নিহিত আছে।

"My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. For they shall be an ornament of Grace unto thy head, and chains about thy neck." (Proverbs i, 8, 9.,)—অর্থাৎ হে পুত্র, পিতার উপদেশ শ্রবণ কর, মাতার আজ্ঞা উপেক্ষা করিও না। তাহা তোমার মনোহর শিরোভূষণ এবং মণিময় হার।

"Children obey your parents in all things; for this is well pleasing into the lord." (Colossians iii, 20.)—সন্তানগণ, সকল প্রকারে পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও। কেমনা তাহা ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয় কার্য্য।"

পিতামাতার প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে কোরাণেও বহুসংখ্যক আদেশ বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। আমারা নিম্নে তাহার কয়েকটী অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—

"এবং তোমার প্রতিপালক আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ভিন্ন সেবা করিবে না এবং পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করিবে, যদি তাহাদের এক জন বা উভয়েই তোমার নিকটে বৃদ্ধত্বে উপনীত হয়, তবে তুমি তাহাঁদের প্রতি ছি বলিও না, ও তাহাদিগকে ধমক দিও না, এবং তাহাদিগকে সম্মানিত কথা বলিও। এবং তাঁহাদের জন্য (তাহাদিগের) দয়ার নিমিত্ত স্বীয় বিনয়ের বাহুকে নত করিও, এবং বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক, তাহারা যেমন আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছে, তদ্রূপ তুমি তাহাদিগকে দয়া কর'।" কোরাণ, সুরায়ে বনি এস্রায়েল, আয়েত ২৩, ২৪।

"এবং আমি আরও মনুষ্যকে তাহার পিতামাতা সম্বন্ধে হিতানুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছি, তাহাতে তাহার মাতা কষ্টে গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং কষ্টে তাহাকে প্রসব করিয়াছে এবং তাহার গর্ভে স্থিতি ও তাহার স্তন্য ত্যাগ ত্রিশ মাস হইল... ।" কোরাণ, সুরায়ে আহকাফ, আয়েত ১৪।

"এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে আমি মনুষ্যকে আদেশ করিয়াছি ...।" কোরাণ, সুরায়ে অন্‌কবুত, আয়েত ৮।

১ম ভাগ সমাপ্ত।